NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সাহিত্যের মানিক

ফারুক আবদুল্লার সভায় ছুরি হাতে তাণ্ডব আততায়ীর ৭

কলকাতা ২০ মে ২০২৪ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৩৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.5.2024, Vol.17, Issue No. 337, 8 Pages, Price 3.00

আজ রাজ্যের সাত কেন্দ্র-সহ দেশের ৪৯ কেন্দ্রে পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন:. সাত দফায় লোকসভা ভোট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই চার দফার ভোটগ্রহণ শেষ। আজ দেশের ছ'টি রাজ্য এবং দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪৯টি আসনে হবে এই পর্বের ভোটগ্রহণ। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেরই রয়েছে সাত আসন। পঞ্চম দফায় সকলের নজরে থাকবেন রাহুল গান্ধি, স্মৃতি ইরানি, রাজনাথ সিংহের মতো 'হেভিওয়েট' প্রার্থীরা।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উত্তরপ্রদেশের ৮০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৪, মহারাষ্ট্রের ৪৮টির মধ্যে ১৩, বিহারের ৪০টির মধ্যে পাঁচ, ওড়িশায় ২১-এর মধ্যে পাঁচ, ঝাড়খণ্ডের ১৪-র মধ্যে তিনটিতে ভোট হবে। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের একটি এবং লাদাখ লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ আজ। জম্মু ও কাশ্মীরের বারমুলা লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে পঞ্চম দফায়।

হুগলি নদীর এক পাশের ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন ও নির্বাচন পরবর্তী দীর্ঘস্থায়ী অশান্তির স্মৃতি এখনো মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। আবার আরেক পারে আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাটের মত এলাকার দীর্ঘ রাজনৈতিক সংঘর্ষপ্রবণতার ইতিহাস অটুট। রয়েছে বনগাঁর মতো আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগোয়া কেন্দ্রও। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আজ থেকে রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাষ। সব মিলিয়ে রাজ্যে পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের কাছে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ তাতে সন্দেহ নেই। সেই চ্যালেঞ্জ উতরোতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করা হয়েছে কমিশনের তরফে। পঞ্চম দফার ৫৭ শতাংশ বুথই স্পর্শ কাতর। তাই এই পর্বের ভোটেই এপর্যন্ত সব থেকে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে।

ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র

পঞ্চম দফার নির্বাচনে যে সমস্ত কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে তার মধ্যে অন্যতম ব্যারাকপুর। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ১৫ লাখ ৮ হাজার ৭২৮। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৭ লাখ ৬৯ হাজার ১৭৮ এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৭ লাখ ৩৯ হাজার ৫০৫। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার সংখ্যা ৪৫। ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে মোট পোলিং স্টেশন ১,৫৯১। তার মধ্যে ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন ১,০৬৯। এই কেন্দ্রে মূলত ত্রিমুখী লড়াই। বিজেপির হয়ে লড়ছেন অর্জুন সিং। তৃণমূলের হয়ে রাজনৈতিক রণাঙ্গনে পার্থ ভৌমিক। কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থী দেবদূত ঘোষ।

বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র

মতুয়া ভোটার অধ্যুষিত এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ১৮ লাখ ৩৬ হাজার ৩৭৪। তার মধ্যে পুরুষ ভোটার ৯ লাখ ৩৪ হাজার ৮৮৪। মহিলা ভোটার ৯ লাখ ১ হাজার ৪১৯। আর তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৭১। মোট পোলিং স্টেশন ১,৯৩০। তার মধ্যে ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন ৫৫০। এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর। তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস এবং বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ বিশ্বাস।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্র

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার ১৮ লাখ ৫৮ হাজার ৬৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৯ লাখ ২৫ হাজার ২১৯ জন। মহিলা ভোটার ৯ লাখ ৩২ হাজার ৭৮৪ জন, এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৬৪ জন। এই কেন্দ্রে মোট পোলিং স্টেশন ২,০৪৮। তার মধ্যে ১,৭৮৭ ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন। এই কেন্দ্রেও মূলত ত্রিমুখী লড়াই। হুগলি থেকে ফের একবার বিজেপির টিকিটে লড়ছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূলের হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি কংগ্রেস সমর্থিক বাম প্রার্থী মনোদীপ ঘোষ।

শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র

হুগলি জেলার শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রেও ভোট রয়েছে পঞ্চম দফায়। কেন্দ্রের মোট ভোটার ১৯ লাখ ২৬ হাজার ৬৪৫। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৯ লাখ ৭২ হাজার ৭৩৯। মহিলা ভোটার ৯ লাখ ৫৩ হাজার ৮৫৫ জন। এছাড়াও রয়েছেন ৫১ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। শ্রীরামপুরে মোট পোলিং স্টেশন ২,০৭৬। তার মধ্যে ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন ১,২৩৬। এই কেন্দ্রে ফের একবার তৃণমূলের হয়ে লড়াইতে রয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির হয়ে লড়ছেন কবীর শঙ্কর বোস। এছাড়াও লড়ছেন কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর।

আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র

অন্যদিকে এই জেলার আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রেও হতে চলেছে নির্বাচন। আরামবাগের মোট ভোটার ১৮ লাখ ৮৩ হাজার ২৬৬। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৯ লাখ ৫৩ হাজার ৩৯৬ জন। মহিলা ভোটার ৯ লাখ ২৯ হাজার ৮৪৯ জন। এছাড়াও রয়েছেন ২১ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। এই কেন্দ্রে মোট পোলিং স্টেশন ২,০৭৮। তার মধ্যে ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন ১,৭৭০। এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ, কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থী বিপ্লবকুমার মৈত্র। এছাড়াও বিজেপির হয়ে লড়াইতে রয়েছেন অরূপকান্তি দিগর।

হাওড়া লোকসভা কেন্দ্র

হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রেও ভোট রয়েছে পঞ্চম দফায়। হাওড়ায় মোট ভোটার ১৭ লাখ ৬৯ হাজার ১৮৪। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৯ লাখ ১০ হাজার ৫৩৫ জন। মহিলা ভোটার ৮ লাখ ৫৮ হাজার ৬১০ জন। এছাড়াও রয়েছেন ৩৯ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। এই কেন্দ্রে মোট পোলিং স্টেশন ১,৮৯৫। তার মধ্যে ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন ৬০৫। এই কেন্দ্রে থেকে ফের একবার তৃণমূলের হয়ে লড়ছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির হয়ে লড়ছেন রথীন চক্রবর্তী। আর কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থী হলেন সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়।

উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্র

হাওড়া জেলার এই কেন্দ্রেও রয়েছে ভোট। উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে মোট ভোটার ১৭ লাখ ৪১ হাজার ৪৩৮। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৩৬৯ জন। মহিলা ভোটার ৮ লাখ ৫৬ হাজার ১২ জন। এছাড়াও রয়েছেন ৫৭ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। উলুবেড়িয়ায় মোট পোলিং স্টেশন ১,৮৬৩। তার মধ্যে ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন ৬৯৪। এই কেন্দ্রের লড়াইতে তৃণমূলের হয়ে রয়েছেন সাজদা আহমেদ। বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অরুণোদয় পালচৌধুরী। আর বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী আজাহার মল্লিক।

পুরুলিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর সভাকে সমানে টেক্কা দিল মুখ্যমন্ত্রীর রোড শো

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবারের লোকসভা নির্বাচনে পুরুলিয়া লোকসভা আসনটি নিজেদের দখলে আনতে মরিয়া তৃণমূল। অপরদিকে এই আসনটি পুনরায় নিজেদের দখলে ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি। তাই একই দিনে প্রধানমন্ত্রী- মুখ্যমন্ত্রী নিজেদের দলের প্রার্থীর সমর্থনে রবিবার হাইভোল্টেজ প্রচার সারলেন। এদিন দুপুর ১টা ২০মিনিট থেকে ১টা ৪৫মিনিট পর্যন্ত পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে গেঙ্গাড়ার মাঠে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

প্রধানমন্ত্রীর সভা শেষ হতেই নির্ধারিত সময়ে দুপুর আড়াইটে নাগাদ পুরুলিয়া শহরের এমএস ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর চপার অবতরণ করে। তারপর সেখান থেকে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে থেকে মুখ্যমন্ত্রী পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতর সমর্থনে রোড শো শুরু করেন। মুখ্যমন্ত্রীর রোড শোতে প্রার্থী শান্তিরাম মাহাত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক -সহ অন্যান্যরা। মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের রোড শোতে ছিল কড়া নিরাপত্তা। এদিন এসপি অফিসের সামনে থেকে রোড শো শুরু হয়ে দীর্ঘ ৩ কিলোমিটার পায়ে হেঁটেই মুখ্যমন্ত্রী শহরের ডাকবাংলোতে গিয়ে শেষ করেন তাঁর রোড শো। তবে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর রোড শো যে প্রধানমন্ত্রীর সভাকে সমানে সমানে ঠেক্কা দিয়েছেন তা বলার অবকাশ রাখে না।

পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর সভায় যা ভিড় হয়েছিল তার থেকেও মুখ্যমন্ত্রীর রোড শোতে ভিড় হয়েছিল বেশি। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সভায় আসা বেশিরভাগই মানুষজন পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে এসে ভিড় জমিয়েছিল।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর হাইভোল্টেজ প্রচারকে পাত্তা দিতে নারাজ ইন্ডিয়া জোটের কংগ্রেস প্রার্থী নেপাল মাহাত ও কুর্মি সম্প্রদায়ের প্রার্থী অজিত প্রসাদ মাহাত। তারা জানিয়েছেন, যে যার মত করে প্রচার করতেই পারে। তবে হাইভোল্টেজ নয়, লো ভোল্টেজ প্রচার হয়েছে। বিজেপি তৃণমূল দু-দলেই ভেবে নিয়েছে যে তাদের দলের প্রার্থীর জয়লাভ নিশ্চিত। কিন্তু শেষ হাসি কে হাসবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আর কয়েকটা দিন।

'দুর্নীতিবাজরা ছাড়া পাবে না'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল এবং ঘাটাল কেন্দ্রের প্রার্থী হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে খড়গপুরে জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, আমি আগেও বলেছি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। ২৪ শে আবার বলছি দেশের কোন দুর্নীতিবাজ ছাড়া পাবে না। তৃণমূল বাংলায় ব্যাপক দুর্নীতি করেছে। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে জবাব দিতে হবে। ২৫ শে মে এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে জবাব দিন। মেদিনীপুর বীরের মাটি, সব দিন সত্যের পক্ষে থেকেছে মেদিনীপুরের সংগ্রাম। এই মাটি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের হাটিয়ে দিয়েছে। তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবার জবাব দিতে হবে। তৃণমূল মানুষের মন বোঝেনা। শুধু তোলাবাজি আর লুট করে গেছে। ৪ জুনের পর তারা যেন বুঝতে পারে তাদের কি হাল হতে চলেছে। তৃণমূল দুর্নীতি তুষ্টিকরণ পরিবারবাদ এবং হিন্দুদের অপমান করতে জানে। তৃণমূলের এক এমএলএ হিন্দুদের ভাগীরথী নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। সন্দেশখালিতে মানুষের উপর এত অত্যাচার হচ্ছে তৃণমূল চোখ বন্ধ করে রেখেছে। শেখ সাজাহানদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে। সিএএ নিয়ে রাত দিন মিথ্যাচার করে বেড়াচ্ছে তৃণমূল।

চার জুনের পর দুর্নীতিবাজদের জেলের বাইরে থাকতে দেব না

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

৪ জুনের পর নতুন সরকার গঠনের পর কড়া পদক্ষেপ নিয়ে দুর্নীতিবাজদের জেলের বাইরে থাকতে দেব না। দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার হবে। প্রতারিতদের টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করব, তার জন্য পরামর্শ নিচ্ছি। দুর্নীতিবাজদের জেলের বাইরে থাকতে দেব না। রবিবার হাইভোল্টেজ প্রচারে পুরুলিয়ার নির্বাচনী সভা থেকে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যেই রবিবার দুপুর ১টা ২০ মিনিট নাগাদ পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত গেঙ্গাড়ার মাঠে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জোর্তিময় সিং মাহাতর সমর্থনে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে উঠে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'আমি আজ পুরুলিয়ায় ভোট চাইতে আসিনি। আশীর্বাদ নিতে এসেছি। জঙ্গলমহল আমাকে অনেক ভালবাসা দিয়েছে। বিকশিত ও আত্মনির্ভর ভারতের জন্য আপনাদের আশীর্বাদ নিতে এসেছি।' এরপরেই তিনি বলেন, জনতার সুরক্ষা কবচ ইন্ডিয়া জোটের ষড়যন্ত্র রুখে দিয়েছি। ইন্ডিয়া জোটের মুখোশ খুলে দিয়েছি ভোটব্যাংকের রাজনীতি ইন্ডিয়া জোটের অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিচ্ছে ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা। ভোটব্যাংকের রাজনীতির জন্যই অনুপ্রবেশকারীদের মদত ইন্ডিয়া জোটের। দেশের সংবিধান ধ্বংস করতে চাইছে ইন্ডিয়া জোট। ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ চায় ইন্ডিয়া জোট। এখন ইন্ডিয়া জোটের সব তির শেষ হয়ে গিয়েছে।

এরপরই প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে তৃণমূল মা-মাটি-মানুষের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিল এখন মা-মাটি-মানুষের ভক্ষণ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের প্রতি বাংলার মানুষের আস্থা চলে গিয়েছে। শাহজাহানকে বাঁচাতে সন্দেশখালির মহিলাদের দোষী বলে চিহ্নিত করতে চাইছে তৃণমূল। মহিলাদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল। সন্দেশখালিতে পাপ করেছে তৃণমূল। তোলাবাজি, চুরি এখন তৃণমূলের নীতি। সরস্বতী বন্দনার বাংলার শিক্ষাতেও চুরি করেছে তৃণমূল। যে বাংলায় সরস্বতী পুজো হয়, সেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রেও চুরি করেছে তৃণমূল। তৃণমূল নষ্ট করেছে তৃণমূল। তাই এই সকল দুর্নীতিবাজদের জেলের বাইরে থাকতে দেব না। ৪ জুনের পর নতুন সরকার গঠনের পর কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার হবে। দুর্নীতিবাজদের জেলের বাইরে থাকতে দেব না।

এরপরই মোদী সরকারের উন্নয়নের কথা তুলে তিনি বলেন, উন্নয়ন নিয়ে কোনও বিভাজন করি না। জল সঙ্কটে ভুগছে পুরুলিয়ার মানুষ। আদিবাসীদের জীবন আরো কঠিন হয়ে উঠছে। দেশে ১২কোটি ঘরে জল পৌঁছে দিচ্ছে মোদি সরকার। তার মধ্যেই এই পুরুলিয়াও রয়েছে। এরপরই সাধুদের একাংশকে আক্রমণ নিয়ে মমতার পাল্টা নিশানা করে মোদি বলেন, ভারত সেবাশ্রম, ইস্কনকে ধমকাচ্ছে। বাংলার তৃণমূল সরকার সাধুদের নাম নিয়ে হুমকি দিচ্ছে। ভোটের স্বার্থে সব সীমা পেরিয়ে গিয়েছে তৃণমূলের। বিশ্বে সেবার জন্য সমাদৃত রামকৃষ্ণ মিশন, ইস্কন, ভারত সেবাশ্রম। এবার মঞ্চ থেকে সাধুদের নাম ধরে হুমকি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। রামকৃষ্ণ মিশন,ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকেও ছাড়ছেন না তিনি। ভোটব্যাংককে খুশি করতে নীচুস্তরের রাজনীতি তৃণমূলের। সাধুদের একাংশকে আক্রমণ নিয়ে মমতাকে পাল্টা নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি আরও বলেন, আধ্যাত্মিক গুরুদের অপমান মানুষ সহ্য করবে না। এদের এমন সাজা দিতে হবে, যাতে সাধুদের অপমান করার সাহস আর না পায়।

হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী মোদির

দিলীপ ঘোষ এবং শুভেন্দুর প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এদিন মেদিনীপুর থেকে দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি বলেন, 'মেদিনীপুরে আমাদের এই দুই নেতা রয়েছে। দিলীপ ঘোষকে আমি রাজনীতিতে আসার আগে থেকে জানি। তিনি প্রথম থেকেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। আর বাংলার মানুষের কল্যাণের জন্য অবিরাম লড়াই করে চলেছেন শুভেন্দু। বীরদের সংগ্রামের মাটি এই মেদিনীপুর সারা দেশকে পথ দেখিয়েছে। এই নির্বাচনেও পথ দেখাবে। আশা করব, এই মেদিনীপুর ২৫ শে মে অগ্নিমিত্রা পল এবং হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে নির্বাচিত করবে। মনে রাখবেন, এদেরকে ভোট দিলেই আপনার ভোট সরাসরি মোদির খাতায় জমা পড়বে।'

নেতাদের বাড়ি থেকে নোটের পাহাড় উদ্ধার হয়েছে। আমি নিজের চোখে কখনও এতো নোট দেখিনি। এরা নিজেরা দুর্নীতি করবে, আর মোদিকে দোষারোপ করবে। তোলাবাজি, চুরি এখন তৃণমূলের নীতি। শিক্ষক নিয়োগে কারচুপি, তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যত

চার পুলিশ আধিকারিককে সরাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ পঞ্চম দফার ভোট। শনিবার ২৫ তারিখ ষষ্ঠ দফায় ভোট রয়েছে পুরুলিয়া, কাঁথি, তমলুক-সহ আট কেন্দ্রে। তার আগে একসঙ্গে চার পুলিশ আধিকারিককে সরাল নির্বাচন কমিশন। একদিকে পুরুলিয়ার এসপিকে সরানো হয়েছে। অন্যদিকে, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির এসডিপিও, পটাশপুর ও ভূপতিনগরের ওসিদেরও কমিশন সরিয়ে দিল রবিবার।

ঝাড়গ্রামে নয়া ইতিহাস লিখতে চান কুড়মিরা

শুভাশিস বিশ্বাস

১৯৭৭ থেকে টানা ২০১৪ সাল পর্যন্ত বামেদের দখলে ছিল ঝাড়গ্রাম। এরপর থেকে এই জমির রং বদলাতে থাকে। কখনও সবুজ, কখনও গেরুয়া। তবে এবার কুড়মিরা নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় এক ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে ঝাড়গ্রামের লোকসভা নির্বাচন। এদিকে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ হন বিজেপির কুনার হেমব্রম। তবে তিনি চব্বিশের লোকসভা ভোট ঘোষণা হওয়ার আগেই দলত্যাগ করেন। সেবার গেরুয়া ঝড়ে জঙ্গলমহলের এই জেলায় পদ্ম ফুটলেও তারপর থেকে গেরুয়া রং ফিকে হতে থাকে। পরবর্তী সবকটি নির্বাচনে রাজ্যের শাসকদলের জয় অব্যাহত। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে সাতটি বিধানসভাই গিয়েছে তৃণমূলের দখলে। এবার ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রামে তৃণমূলের তরফে প্রার্থী করা হয়েছে সাঁওতালি ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, পদ্মশ্রী প্রাপ্ত কালীপদ সোরেনকে। উল্টোদিকে বিজেপির হয়ে লড়বেন চিকিৎসক প্রণোৎ টুডু। এলাকার অন্যতম বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব।

এরপর দুয়ের পাতায়

শেষ মুহূর্তের চূড়ান্ত প্রস্তুতির ব্যস্ততা হাওড়ার ডিসিআরসি কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রাত পোহালেই রাজ্যে পঞ্চম দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। হাওড়া জেলার সদর, উলুবেড়িয়া ও শ্রীরামপুর কেন্দ্রের একটি অংশ নিয়ে হবে এই ভোট গ্রহণ পর্ব। আর তার আগে চরম ব্যস্ততা হাওড়ার বিভিন্ন ডিসিআরসি কেন্দ্রে। সকাল থেকেই সেখানে হাজির হতে শুরু করেছেন পুলিশ ও ভোট কর্মীরা। তাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের জন্য মোট পাঁচটি ডিসিআরসি কেন্দ্রে গঠন করা হয়েছে। এখান থেকেই ভিভি প্যাড, ইভিএম ও অন্যান্য ভোটের সামগ্রী নিয়ে তারা রওনা দেবেন হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্তে। সরকারি তথ্য অনুসারে এবারে হাওড়া সদরকেন্দ্রে মোট ৭৯০ টি জায়গায় ১৮৯৫ টি বুথ করা হয়েছে যার মধ্যে ৩২২টি বুথ মহিলা পরিচালিত রয়েছে। জেলাতে মোট ১৬ টি মডেল বুথ তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি বুথেই থাকছে ওয়েব কাস্টিং এর ব্যবস্থা। ভোট প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে করাতে এবারের নির্বাচনে হাওড়া সদর কেন্দ্রে মোট ৮৭১৬ জন ভোট কর্মীদের সঙ্গে থাকছে ৮১ কোম্পানি

কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ৪৪৯২ জন রাজ্য পুলিশের কর্মী। এক কথায় বলতে গেলে ভোট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে বদ্ধপরিকর জেলা প্রশাসন। হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৮৪ জন, যার মধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৯ লক্ষ ১০ হাজার ৫৩৫ জন, মহিলা ভোটার রয়েছেন ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৩৯ জন ভোটার ভোট দেবেন। একইভাবে উলুবেড়িয়া কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৪৩৮ জন, যার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৬৯ জন। মহিলা ভোটার সংখ্যা ৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ১২ জন ও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার সংখ্যা ৫৭ জন। পাশাপাশি শ্রীরামপুর কেন্দ্রের মোট ভোটার ৬ লক্ষ ৮ হাজার ৭৬৪ জন, যার মধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৩ লক্ষ ৭ হাজার ২১০ জন, মহিলা ভোটার সংখ্যা ৩ লক্ষ ১ হাজার ৫৩২ জন ও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার সংখ্যা ২২ জন।

হাওড়া শিবপুর থেকে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করছেন সোনালি দত্ত চৌধুরী, হাওড়ার সেন্ট থমাস চার্চ স্কুলে হওয়া ডিসিআরসি কেন্দ্র থেকে দায়িত্ব বুঝে নিতে এসেছেন। তিনি বলেন, আমি এখান থেকে ইভিএম ও অন্যান্য কাগজপত্র পেয়ে গেছি। শিবপুর ভবানী গার্লস স্কুলে যাব। ওখানেই আমার ডিউটি পড়েছে। আমি যাতে আমার দায়িত্ব নির্বিঘ্নে করতে পারি আমার টিমের সদস্যদের সঙ্গে সেটারই চেষ্টা করব। অপর এক ভোট কর্মী প্রীতি সিং এই প্রথমবার ভোটের কাজে এসেছেন। তিনি বলেন, আমি বেলুড় থেকে এসেছি। প্রথমবার এই ডিউটি করতে যাচ্ছি। তাই অল্প চিন্তায় আছি। যদিও কাজ ঠিকমতো সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য, এই ভোটে হাওড়া সদর, উলুবেড়িয়া এই দুটি ও হুগলির সঙ্গে জুড়ে থাকা শ্রীরামপুর কেন্দ্রে যথাক্রমে ৮৭১৬ জন, ৮৫৬৭ জন, ২৯৫৮ জন ভোটকর্মীকে পাঠানো হয়েছে বলেই প্রশাসন সূত্রে জানান হয়েছে।

ব্যারাকপুরের প্রতি বুথে থাকছে ওয়েব কাস্টিংয়ের মাধ্যমে নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাত পোহালেই হাইভোল্টেজ ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। রবিবার সকাল থেকেই ডিসি সেন্টার থেকে ভোটযন্ত্র-সহ ভোটের যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে বুথে পৌঁছে যাচ্ছেন ভোট কর্মীরা। প্রতি বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে। ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক বলেন, ব্যারাকপুর কেন্দ্রে মোট বুথের সংখ্যা ১৫৯১। পাঁচটি জায়গায় ডিসি সেন্টার করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ওয়েব কাস্টিংয়ের মাধ্যমে প্রতি বুথে নজরদারি রাখা হবে। তাছাড়া প্রতি বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে। মহকুমা শাসক আরও জানান, সমস্ত বুথেই থাকছে চারজন করে ভোটকর্মী। তবে স্পর্শকাতর বুথগুলোতে থাকছে মাইক্রো অবজারভার।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল জেলা ২৪ পরগণা, থানা ভবানীপুর, মৌজা-ভবানীপুর, হোল্ডিং নং ৩১৬, ডিভিশন-VI, সাব-ডিভিশন-ডি, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ২২ নং ওয়ার্ডের কোলকাতা-৭০০০২৫ অন্তর্গত যাহা পূর্বতন ২৬ সুবার্বান রোডের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ও ২৬সি, সুবার্বান স্কুল রোডের পশ্চিম দিকে অবস্থিত অংশের কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক ৩২ বর্গফুট জমিজমা ও তদুপরিস্থিত দ্বিতল ও একতলের সমাহার গৃহাদি সম্পত্তির বর্ত্তমান মালিকের নিকট হইতে খরিদ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের অন্দরে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইতে হইবে। অন্যথায় উক্ত দিবসের পর কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

UJJAL BHATTACHARJEE, Advocate
Table No. – 7, Bar Library No.- 9
Alipore Judges Court
18, Judges Court Road,
Kolkata-700 027, West Bengal, India
Mobile: 82407 03717

বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জানানো হইতেছে যে রাবলু সেখ পিতা মৃত মদন সেখ সাং রুকুনপুর, থানা ধুবুলিয়া, জেলা নদীয়া। আমি গত ইং 02/05/2024 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 3484 নং দলিলে মৃত সুধীর কুমার ঘোষের ওয়ারিশগন অর্থাৎ প্রদীপ ঘোষ দীং ও পল্টু ঘোষ পিতা মৃত চন্দ্রনাথ ঘোষ গত ইং 06/03/24 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-38 নং একখন্ড আমোক্তার দলিলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমোক্তার নিযুক্ত কৃত মুজাই সেখ মহাশয় ১ নং রুকুনপুর মৌজার 640 নং দাগের 1316 নং খতিয়ান হইতে 5.16 শতক ও 2563 নং খতিয়ান হইতে .73 শতক এবং 2556 নং খতিয়ান হইতে .51 শতক অর্থাৎ তিনটি খতিয়ানে মোট 6.40 শতক জমি উল্লেখিত দলিলে রেজিষ্ট্রী করিয়াদেন এবং আগামী 20.05.24 তারিখে স্থানীয় ব্লক বি.এল.আর.ও অফিসে 3544/24 নং কেসে শুনানীর দিন ধার্য করিয়াছেন। যদি উল্লেখিত সম্পত্তির উপর আমমোক্তার দেওয়া মালিকগনের কোনো আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল.আর.ও অফিসে সংশিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত প্রমান সহ আপত্তি জমা দেবেন। অন্যথায় কেসটি আইন মোতাবেক নিস্পত্তি হইবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ
করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল ও বিজেপির সমান তালে চলছে টক্কর

নিজস্ব সংবাদদাতা, মথুরাপুর: আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে চলছে তৃণমূল ও বিজেপির জোর টক্কর। কেউ কারো এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়তে নারাজ। তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে নামখানা ব্লকের চলছে জনসংযোগ কর্মসূচি। এই জনসংযোগ কর্মসূচিতে মানুষ শপথ নিয়েছে যে আগামী ১ জুন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারকে জোড়া ফুল প্রতীকে ভোট দিয়ে ভোটে জয়যুক্ত করবে।

নামখানা ব্লক শুধু নয় মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রচারের দিক দিয়ে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস বলেন, এই তাপদাহে আমরা প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এবং বাংলায় বিরোধী যে বিজেপি নামক দলটি মানুষের কষ্টের ১০০ দিনের টাকা দেয়নি। এমনকী গরিব মানুষদের আবাস যোজনারও টাকা আটকে রেখেছে। আমাদের রাজ্য সরকারকে শুধু নয় রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষকে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করছে। এইসব বিষয় নিয়ে আমরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে জনসংযোগ করছি। জনসংযোগে আমরা খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি।

তিনি আরো বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস প্রচারের দিক দিয়ে অনেকভাবে এগিয়ে রয়েছে। প্রায় দু'মাস ধরে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতা বাপি হালদার প্রত্যেকটা গ্রাম পঞ্চায়েত এমনকী প্রত্যেকটা অঞ্চলভিত্তিক মানুষের কাছে যাচ্ছেন। এবং আমাদের দলীয় কর্মীরা যেভাবে প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেস শুধু প্রচারে এগিয়ে নয়, তিন লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবে।

তিনি আরো বলেন, ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েত অধীনে ২৭৫ নম্বর বুথে প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আমি প্রচার করেছি। তারা একটাই কথা বলেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া রাজ্যবাসীদের ভাবনার জন্য আর কোনো দল বা কোনো ব্যক্তি নেই।

আমাদের মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের যুবনেতা অর্থাৎ মনোনীত প্রার্থী বাপি হালদারকে যে প্রার্থী করেছেন , তাঁকে সাধারণ মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সেক্রেটারি বিপ্লব নায়েক বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রচারের দিক দিয়েও অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের জনসংযোগ কর্মসূচি ও অব্যাহত। ৪ জুন বোঝা যাবে কে বা কারা বিজয় মিছিল বের করবে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের এক বাসিন্দা বলেন, তৃণমূল প্রচারে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নকে আমরা সমর্থন করি।

ঝাড়গ্রামে নতুন ইতিহাস লিখতে চান কুড়মিরা

প্রথম পাতার পর...

আর সিপিএমের তরফে প্রার্থী করা হয়েছে সোনামণি মুর্মু টুডুকে। পিছিয়ে পড়া এলাকার মেয়েদের স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার শিণিয়ে সামাজিক বিপ্লব নিয়ে এসেছেন এই সোনামণি।

২০২৪-এর নির্বাচনী লড়াইয়ে সোনামণির রাজনৈতিক বার্তা, জঙ্গলের অধিকার, জলাভূমির অধিকার কেড়ে নিয়ে উচ্ছেদ করার চক্রান্তকারী, কর্পোরেটের স্বার্থ রক্ষার দালাল দেশ ও রাজ্যের দুই শাসক দল বিজেপি ও তৃণমূলকে হটাতে না পারলে ওরা আরও বেপরোয়া হয়ে লুটে ঢবে। তাই সময় এসেছে বিজেপিকে রুণে, তৃণমূলকে উৎণাত করার। একইসঙ্গে জানান, যণন জঙ্গল মহল জুড়ে রুটি রুজি সঙ্কট তণন জঙ্গলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে তৃণমূল সরকার। আর সেই জঙ্গলের রসদ লরি-লরি তুলসী, বাসব, সিঙ্কোনা ভেষজ গাছ কেন্দুপাতা সহ বাবুই ঘাস ফড়েরা লুট করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তৃণমূল ও বিজেপি দুই দল-সহ প্রশাসনের একটা অংশের পকেট ভরাট ভর্তি হচ্ছে।

আর জঙ্গল ও জলাভূমির অধিকার কাড়ার ফলে ঘরে ঘরে তৈরি হয়েছে সঙ্কট। তার ফলে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে এলাকা ছেড়েছেন ২৯ হাজারের বেশি মানুষ। পানীয় জলের সঙ্কট মোকাবিলায় মুণ থুবড়ে পড়েছে তৃণমূল-বিজেপির। এর পাশাপাশি বাম নেতৃবৃন্দ জানান, জঙ্গমহল এলাকার অনগ্রসর জনজাতির শিক্ষা সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাসস্থান পানীয় জল স্বাস্থ্যর পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ২০১১ সালে ইউপিএ সরকারের বরাদ্দ হও ৮০০০ কোটি টাকা ভাগ বাটোয়ারা করে লুটেছে তৃণমূল ও বিজেপি। তাই তৃণমূলের লুটের বিরুদ্ধে বিজেপি নীরব। মানুষকে ধোঁকা দিয়ে তৃণমূল কি উন্নয়ন করেছে আর তার হিসাব কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কি নিয়েছে তার কৈফিয়ত চাইবে এই নির্বাচন। তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রামে নিঃসন্দেহে বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছেন কুড়মিরা। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে তপসিলি উপজাতিভুক্ত হওয়ার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে কুড়মিরা। তবে রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার, কেউই তাদের দাবি পূরণ করতে পারেনি। তাই এবার সরাসরি জাতীয় রাজনীতিতে পা রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কুড়মিরা। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে কুড়মিদের বাস। ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে কুড়মি ভোটের হার ২৪-২৬ শতাংশ। এর মধ্যে বান্দোয়ান বিধানসভা কেন্দ্রে ৪০ শতাংশের বেশি কুড়মি ভোটার। অন্যদিকে গড়বেতা বিধানসভায় ৫ শতাংশের নিচে। অন্যদিকে, পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রে ৭টি কেন্দ্র ৩৭.৩৭ শতাংশ কুড়মি ভোটার রয়েছে। এর মধ্যে বাগমুণ্ডি বিধানসভায় ৫০ শতাংশ এবং পাড়া বিধানসভায় মাত্র ১৮ শতাংশ কুড়মি ভোটার। এই হিসেব নিয়েই ঝাড়গ্রাম সংরক্ষিত আসনে দু'টি সামাজিক সংগঠন পৃথকভাবে কুড়মি প্রার্থী দিয়েছে। আদিবাসী নাগাচারি কুড়মি সমাজ বরুণ মাহাতকে প্রার্থী ঘোষণা করে। তিনি নদিয়া জেলার বাসিন্দা এবং তাঁর তপসিলি উপজাতির শংসাপত্রও আছে। অন্যদিকে, অজিতপ্রসাদ মাহাতের নেতৃত্বাধীন আদিবাসী কুড়মি সমাজ সূর্যসিং বেশরাকে প্রার্থী করেছে। তিনি ঝাড়খণ্ড পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি। ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলার প্রাক্তন বিধায়ক।

এখন প্রশ্ন হল ঝাড়গ্রামের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব রয়েছে এই কুড়মিদের। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা না বললেই নয়। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জুন মাসে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝাড়গ্রামে নবজোয়ার কর্মসূচিতে গড়শালবনি এলাকায় অভিষেকের কনভয়ের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে কুড়মিদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় কুড়মি সমাজের হেভিওয়েট নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এর প্রতিবাদে পঞ্চায়েত নির্বাচনের লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেয় কুড়মিরা। এমনকী, কোনও রাজনৈতিক দলকেই তারা দেওয়াল লিখনও করতে দেয়নি। বাঁধতে দেয়নি দলীয় ঝান্ডাও। এরপর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, ১৩৮টি গ্রামপঞ্চায়েতের নির্দল প্রার্থী জয়ী হন, যাঁদের বেশিরভাগই কুড়মি। এদিকে ২০১৮-র পঞ্চায়েতে বিজেপি খুব ভালো ফল করলেও ২০২৩-এ তারা জয়ী হয় মাত্র ১৩১টি আসনে। অর্থাৎ, এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট ঝাড়গ্রামের রাজনীতিতে কুড়মিদের প্রভাব হেলায় উড়িয়ে দেওয়ার নয়। এই প্রসঙ্গে কুড়মি নেতা অনুপ মাহাত জানান, 'গড়বেতা বাদ দিয়ে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের বাকি এলাকাগুলি কুড়মি-বহুল। কোনও কোনও বিধানসভায় ৩৫ শতাংশ কুড়মি বাস করে। এই কুড়মি ভোটের সঙ্গে তপসিলি জাতি, উপজাতি, ওবিসি, সংখ্যালঘু ভোটগুলি আমরা সংগ্রহ করতে পারলে পেলে ঝাড়গ্রাম তথা জঙ্গলমহলে একটা ইতিহাস তৈরি হবে।' একইসঙ্গে অনুপ মাহাত প্রত্যয়ী যে, কুড়মি প্রার্থীকে এখানকার বহু জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ সমর্থন জানিয়েছে। আর সেই কারণে জয় আসবে তাঁদেরই। গড়বে নয়া ইতিহাস।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০শে মে, সোমবার। ৬ই জ্যৈষ্ঠ, দ্বাদশী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত।

(দেশ নেতা বিপিন চন্দ্র পালের তিরোধান দিবস। পরশুরাম দ্বাদশী।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজনগর বিশ্বম্ভর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল স্টুডেন্ট মেন্টরিং প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: অম্বুজা নেওটিয়ার পক্ষ থেকে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের রাজনগর বিশ্বম্ভর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল স্টুডেন্ট মেন্টরিং প্রোগ্রাম। মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক তথা জাতীয় স্তরের মোটিভেশনাল স্পিকার এবং শিল্পী তরুণ গোস্বামী। বিগত তিন বছর ধরে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মেধাবী এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে কাউন্সিলিং ও বৃত্তিপ্রদান ইত্যাদি বিষয়ে অম্বুজা নেওটিয়া এগিয়ে এসেছে। এই প্রোগ্রামে কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা ও নামখানা ব্লকের ১৫ জন বৃত্তিপ্রাপক এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। এই প্রোগ্রামে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে কিভাবে চলতে হবে, কিভাবে আরো পড়াশোনায় এগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তার দিশা দেখান বিভিন্ন বক্তারা। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তি পাচ্ছে তারা প্রতি তিন মাস অন্তর ৫ হাজার টাকা অর্থাৎ বছরে কুড়ি হাজার টাকা পাচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে অম্বুজা নেওটিয়ার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাজীব সিনহা ও অমিত শিকদার। উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দেবকুমার মণ্ডল, বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট শোভন সুন্দর গিরি, শিক্ষক সুব্রত জানা।

বউবাজারে নির্বাচনী প্রচআরে তাপস রায়।

মুকুন্দপুর ইন এডুকেশন মেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ব্রাত্য বসু।

বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তীর সমর্থনে প্রচারে সুকান্ত মজুমদার।

চার পুলিশ আধিকারিককে সরাল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার পঞ্চম দফার ভোট। শনিবার ২৫ তারিখ ষষ্ঠ দফায় ভোট রয়েছে পুরুলিয়া, কাঁথি, তমলুক-সহ আট কেন্দ্রে। তার আগে একসঙ্গে চার পুলিশ আধিকারিককে সরাল নির্বাচন কমিশন। একদিকে পুরুলিয়ার এসপিকে সরানো হয়েছে। অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির এসডিপিও, পটাশপুর ও ভূপতিনগরের ওসিদেরও কমিশন সরিয়ে দিল রবিবার। এদিন কমিশনের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পুরুলিয়ার পুলিশসুপার আইপিএস অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরানো হল। একইসঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভোটের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন পদে তাঁকে পাঠানোর।

অন্যদিকে, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির এসডিপিও দিবাকর দাস, ভূপতিনগরের ইন্সপেক্টর ওসি গোপাল পাঠক ও পটাশপুরের ইন্সপেক্টর ওসি রাজু কুণ্ডুকেও ট্রান্সফার করা হয়েছে। তাঁদেরও নির্বাচনী কোনও কাজে যুক্ত না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের তরফে রাজ্যকে জানানো হয়েছে, সোমবার ২০ মে সকাল ১০টার মধ্যে ৩ থেকে ৪ জনের নামের প্যানেল পাঠাতে হবে। তারপর নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে এই পদে কারা আসবেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২০ মে ২০২৪ ৬ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ সোমবার

বিধানভবনের বাইরে মল্লিকার্জুন খাড়গের ছবিতে কালি, ‘তৃণমূলের দালাল’ লিখে কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় বিধান ভবনের বাইরে মল্লিকার্জুন খাড়গের ছবিতে ‘কালি’। ছবির নিচে লেখা হয় ‘তৃণমূলের দালাল’। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর। তড়িঘড়ি সরিয়ে দেওয়া হয় পরপর তিনটি হোর্ডিং। মুছে ফেলা হয় কালিও। দুধ দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয় সেই হোর্ডিং।

সূত্রে খবর, বিধান ভবনের বাইরের দেওয়ালে কংগ্রেসের তিনটি হোর্ডিং লাগানো ছিল। সেখানে হাইকম্যান্ড তথা জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের মুখে কালি লাগানো অবস্থায় দেখা যায়। শুধু তাই নয়, তার উপরে ‘টিএমস-র দালাল’ লিখেও দেওয়া ছিল।

প্রথমে বিধানভবনের নিরাপত্তারক্ষী কিংবা কর্মীরা কেউই বিষয়টি দেখতে পাননি। বেলার দিকে একজন দেখার পরই শোরগোল পড়ে যায়। কংগ্রেস কর্মীরা দ্রুত হোর্ডিংটাকে সরিয়ে ফেলেন। প্রথমে

কালি মোছা হয়। তারপরও তাতে থেকে যায় দাগ। সেই দাগ দুধ দিয়ে ধুয়ে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হয়।

বস্তুত, ইন্ডিয়া জোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান নিয়েই সম্প্রতি জলঘোলা হতে থাকে। আর তার কেন্দ্রবিন্দুতে মমতা স্বয়ং। প্রথমে তিনি বলেছিলেন, ‘বাইরে থেকে সমর্থনের কথা’।

তার ঠিক এক দিনের ব্যবধানেই মমতা প্রকাশ্য জনসভা থেকে ইন্ডিয়া জোটে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ‘ইন্ডিয়া জোট আমিই তৈরি করেছি। আমি জোটে থাকব। অল ইন্ডিয়া লেভেলে আমরা বিরোধী জোট ইন্ডিয়া তৈরি করেছিলাম। আমরা জোটে থাকব। অনেকে আমাকে ভুল বুঝেছে।’

কিন্তু এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন জানান, ‘এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা কোনওভাবে খাতির করতে পারব না। এ বাংলায় যে মহিলা আমাদের খতম করেছে, আমি সমর্থন করতে পারি না। এ বিষয়ে আমার কোনও দ্বিমত নেই। এই বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসকে খতম করা হয়েছে। এখানে লড়াইটা আমাদের নৈতিকতার।’

এদিকে জোট প্রসঙ্গে অধীর যখন একথা বলছেন, তখন খাড়গের বক্তব্য ছিল, ‘মমতা জোটে আছেন, এটা নিশ্চিত। আর অধীর চৌধুরী কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নয়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কংগ্রেস দল আছে, হাইকমান্ড আছে। আমরা যা সিদ্ধান্ত নেব, সেটাই হবে। আমরা যা বলব, সেটাই মানতে হবে। কেউ যদি মানতে না পারে, তাহলে বেরিয়ে যেতে পারে।’ জোট নিয়ে মমতার অবস্থান নিয়ে দিল্লি নেতৃত্বের সঙ্গে বাকযুদ্ধের আবহে খাড়গের মুখে কালি পড়ায় শোরগোল বঙ্গ রাজনীতিতে।

গরম থেকে রেহাই দিতে আসছে বৃষ্টি, জানাল আবহাওয়া দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গরম থেকে রেহাই মিলতে চলেছে শহরবাসীর, এমনই এক স্বস্তির খবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের। সোমবার ও মঙ্গলবার এই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বাড়বে। কারণ, এরইমধ্যে আবার দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে সোমবারের পর। বুধবার ২২ মে এটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। শুক্রবারের মধ্যে এই নিম্নচাপ অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। যদিও বিশ্বের বিভিন্ন মডেল বলছে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। তবে আসল গতিবিধি বুঝতে আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে করছেন আলিপুরের কর্তারা। এদিকে এই বৃষ্টির কারণে একাধিক জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতা জারি। ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে হতে পারে বজ্রপাতও।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৪২ থেকে ৮৩ শতাংশের আশপাশে। এরই পাশাপাশি আগামী দু’ঘণ্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সর্তকতা জারি করা হয়েছে।

দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। তবে বৃষ্টি হলেও গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবেই।

এর পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা থাকছে। অন্যান্য জেলায় গরমের দাপট বজায় থাকবে। বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলায় অস্বস্তি চরমে উঠবে। এদিকে এদিন আবার উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। দার্জিলিং সহ উপরের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানাচ্ছে মৌসম ভবন। তবে দুই দিনাজপুর ও মালদায় গরমের দাপট চলবে। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহের সর্তকতা জারি করা হয়েছে।

এদিকে আগাম বর্ষা ঢুকছে আন্দামানে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলায় বর্ষার সম্ভাবনা। ভারতের মূল ভূখণ্ড কেরলেও বর্ষা ঢুকবে একদিন আগে। এমনই পূর্বাভাস ভারতের মৌসম ভবনের। আবহাওয়ার বিভিন্ন মডেল অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে ১৯ মে রবিবার দক্ষিণ আন্দামান সাগর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু অর্থাৎ বর্ষা ঢুকে পড়বে নির্ধারিত সময়ের তিন দিন আগে। একইভাবে ভারতের মূল ভূখণ্ড কেরলে নির্ধারিত সময় ১ জুনের একদিন আগে, অর্থাৎ ৩১ মে ঢুকে পড়তে পারে মৌসুমী বায়ু।

দমদমের মানুষের চাহিদা জানতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমীক্ষা সিপিএম-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দমদম লোকসভা কেন্দ্রে এবার বাম প্রার্থী বর্ষীয়ান বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী। উত্তর ২৪ পরগনার দমদম লোকসভা কেন্দ্রটিকে এবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে সিপিএম। এদিকে এলাকার উন্নয়নে মানুষের চাহিদা কী, মানুষ কী চাইছে তা জানতে দমদম লোকসভা কেন্দ্রে এবার সমীক্ষা করছে সিপিএম। কারণ, সেখান থেকে সিপিএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তীকে জেতালে দমদম এলাকার মানুষ ঠিক কি কি পরিষেবা আশা করে সেটাই জানতে চাইছে সিপিএম।

বর্ষীয়ান বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী। উত্তর ২৪ পরগনার দমদম লোকসভা কেন্দ্রটিকে এবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে সিপিএম। এদিকে এলাকার উন্নয়নে মানুষের চাহিদা কী, মানুষ কী চাইছে তা জানতে দমদম লোকসভা কেন্দ্রে এবার সমীক্ষা করছে সিপিএম। কারণ, সেখান থেকে সিপিএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তীকে জেতালে দমদম এলাকার মানুষ ঠিক কি কি পরিষেবা আশা করে সেটাই জানতে চাইছে সিপিএম।

আর সেই কারণে পার্টির তরফে দমদম লোকসভার বিভিন্ন জায়গায় ফ্লেক্স টাঙিয়ে তাতে কিউআর কোড দেওয়া হয়েছে। যা স্ক্যান করলে সমীক্ষা ফর্ম পাওয়া যাবে। পাশাপাশি ইমেল করেও মতামত জানাতে পারবেন বাসিন্দারা। এখনই বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করছেন না সিপিএম কর্মীরা। তাঁরা দেখতে চাইছেন, স্ক্যান করে ও মেল মারফত মানুষ কতটা এই উদ্যোগে সামিল হন। বামেদের তরফ থেকে নয়া এই পদক্ষেপে ভালোই সাড়া ভালোই মিলছে বলে দাবি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিএম নেতৃত্বের। জমা পড়া ফর্মে কী কী তথ্য এসেছে তা জানানো হয়েছে পার্টির তরফে। বাম শিবিরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বিরাটিতে আন্ডারপাস তৈরির দাবি, বন্ধ জেসপ কারখানা খোলার দাবি, ব্যারাকপুর থেকে বারাসত পর্যন্ত মেট্রো প্রকল্প চালু ছাড়াও বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবার উন্নয়ন নিয়েও বাসিন্দাদের দাবি রয়েছে। পার্টির তথ্যপ্রযুক্তি শাখা ও তরুণ কর্মীরাই এই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।

এখানে বলে রাখা শ্রেয় ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে যে আসনগুলি সিপিএম টার্গেট করেছে তার মধ্যে রয়েছে এই দমদম লোকসভা কেন্দ্র। তাই সেখানে এই ধরনের সমীক্ষার কথা ভাবা হয়েছে। অবশ্য অন্য লোকসভার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ নেয়নি পার্টি। দলীয় প্রার্থী সুজন চক্রবর্তীকে আরও প্রচারে নিয়ে আসাও সিপিএমের লক্ষ্য বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে ভয়াবহ অবস্থা ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সামান্য বৃষ্টি। কিন্তু তাতেই জল জমে ভয়াবহ অবস্থা ট্যাংরা এলাকার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে। বাড়ির ভিতরে নোংরা জল ঢুকে বিপর্যস্ত জনজীবন। অভিযোগ, খাওয়ার জলের কলের ভিতরে নোংরা জল ঢুকে সেখান থেকে বেরচ্ছে পোকা। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা।

প্রতিকী চিত্র

এলাকাবাসীরা জানান, ‘জল এক সপ্তাহ হয়েছে জমে রয়েছে। পুরসভায় বলেও কোনও কাজ হয় না। অভিযোগ করেও সুরাহা হচ্ছে না।’ একইসঙ্গে রয়েছে পানীয় জলের সমস্যাও। এলাকার জমে থাকা নোংরা জল ঢুকে পড়ছে কলের ভিতরে। সেই জলই পান করতে হচ্ছে। একইসঙ্গে স্থানীয়রা এও জানান, ডিউটি যেতে পারছেন না অনেকেই। পানীয় জল দিতে বলা হলেও তা দেওয়া হচ্ছে না। চার-পাঁচদিন হয়ে গেল। দেখে চলে যাচ্ছে। আর এই প্রসঙ্গেই স্থানীয়দের ক্ষোভ নির্বাচনের আগে হাতজোড় করে ভোট চাইতে আসে।

এদিকে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সন্দীপন সাহাও জানান, ‘গিয়েছিলাম ওইখানে। একটু বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। সারা বছর কাজ হয়। হঠাৎ করে বিনা বৃষ্টিতে জল জমে। আমরা পুরসভার কর্মীদের পাঠাই। আমরা পাম্প বাসানোর কাজ করছি।’

ইলেকট্রনিক বর্জ্য নিয়ে নয়া পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রযুক্তির যত এগোচ্ছে ততই বাড়ছে ইলেকট্রনিক আবর্জনা। ঘরে ঘরে বাড়ছে খারাপ হয়ে যাওয়া টিভি, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, মোবাইল, স্মার্ট ওয়াচ, ওয়াশিং মেশিনের সংখ্যা। সাধারণ জঞ্জালের সঙ্গেই অনেকে বাইরে ফেলে দেন খারাপ হওয়া ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ। যা থেকে ছড়াচ্ছে দূষণ। এবার এই সমস্যায় পদক্ষেপ নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। নষ্ট হয়ে যাওয়া এই সব ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম সঠিক দামে শহরবাসীর থেকে কিনবে নেওয়া হবে পুরসভার তরফ থেকে। এর জন্য পাড়ায় পাড়ায় শিবির হবে কলকাতা পুরসভার তরফে।

এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, বেশ কয়েক মাস ধরে পুরসভার শীর্ষ মহলে ই-বর্জ্য কেনার ব্যাপারে আলোচনা চলছিল। এবার ক্রয় করার বিষয়ে পড়ল সিলমোহর। রাজ্য তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই কাজ করা হবে। পুরসভা শহরের বাসিন্দাদের কাছ থেকে এই সব খারাপ হয়ে যাওয়া যন্ত্রাংশ কিনবে। পরে তা নিয়ে যাবে তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর। দপ্তর তা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারীকে বিক্রি করবে। উল্লেখ্য, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি সাধারণত নতুন উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ ই-বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করে থাকে। প্রথমে কয়েকটি ওয়ার্ডে এই উদ্যোগ পরীক্ষামূলক ভাবে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নাগরিক সচেতনতার জন্য প্রচারও চালানো হবে।

এই প্রসঙ্গে মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার জানান, ‘ই- বর্জ্য সম্পর্কে মানুষের সচেতনতার অভাব রয়েছে। প্রথমে ১৫ দিন অন্তর সচেতনতা শিবির করা হবে।’ পুরসভা সূত্রে আরও খবর, শহরবাসীর থেকে কেনা খারাপ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলোর দাম মেটানো হবে ইউপিআই মাধ্যমে বা সরাসরি টাকা যাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। কোনও নগদের ব্যবহার হবে না। এই প্রসঙ্গে দেবব্রতবাবু এও জানান, বিদেশে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে আগে ঠিক করা জায়গা থেকে খারাপ হয়ে যাওয়া সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া হয়। সেই ধাঁচেই প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে।

চলতি মাসেই শাহাজাহানের বিরুদ্ধে জোড়া চার্জশিট জমা দিতে চলেছে ইডি-সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এই মাসের শেষেই জোড়া চার্জশিট দাখিল করতে চাইছে ইডি ও সিবিআই। জানা গিয়েছে, দু’টি চার্জশিটেই মূল অভিযুক্ত হিসাবে নাম থাকতে চলছে শেখ শাহজাহানের। সহযোগী হিসাবে নাম থাকতে পারে শেখ আলমগীর, দিদার মোল্লা, শিবু হাজরার।

মূলত, যে কোনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর সিবিআইকে ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট জমা দিতে হয়। শাহজাহানের ক্ষেত্রে সেই দিন সংখ্যা ২৭। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, চলতি মাসের শেষেই নির্ধারিত দিনের আগে সিবিআই চার্জশিট দাখিত করতে পারে। অন্যদিকে, ইডি-র ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার ৬০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করতে হয়। আর এই মাসের শেষে সেই দিন পূরণ হচ্ছে। ফলত, জানা যাচ্ছে, ইডি ও সিবিআই দুই এজেন্সিই এই মাসের শেষে চার্জশিট

জমা দিতে চলেছে।

উল্লেখ্য, সন্দেশখালির ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল গত ৫ জানুয়ারি। রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে যান ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা। সেদিন এক তীব্র জনরোষের মধ্যে পড়তে হয়েছিল ইডির এই দলকে। আক্রান্ত হয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসাররা। একইসঙ্গে আক্রান্ত হন সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও। ফলে সেদিন তল্লাশি না করেই প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরতে হয়েছিল কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকদের। এই ঘটনার পর থেকে একের পর এক মোড় নিতে শুরু করে সন্দেশখালির ঘটনাপ্রবাহ। উঠে আসতে থাকে জমি দখল সংক্রান্ত একের পর এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। সেই অভিযোগের সূত্র ধরেই তদন্ত চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। জমি দখল করে যে বিরাট অর্থ আত্মস্যাৎ করেছিল শাহজাহান, বর্তমানে সেই অর্থেরই খোঁজে রয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা।

আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনা, রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৩০-এ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনা। কলকাতার বুকে মাথাচাড়া দিচ্ছে মারণ ভাইরাস। গত এক সপ্তাহে পাঁচজনের দেহে কোভিড ভাইরাস মিলেছিল। রাজ্যে এখন সেটাই বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ জনে।

এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত সারা দেশে ২৭২ জন নতুন উপপ্রজাতির করোনা ভাইরাস অর্থাৎ কেপি.২ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। যার মধ্যে বাংলা থেকে যাওয়া ৩০টি নমুনা রয়েছে। বাংলা থেকে গত চারমাসে যে কটি নমুনা জিন বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে থেকে ৩০টি নমুনা পজিটিভ আসে। অর্থাৎ তারা কেপি.২ নতুন উপপ্রজাতির করোনা ভাইরাস বা এফএলআইআরটি-

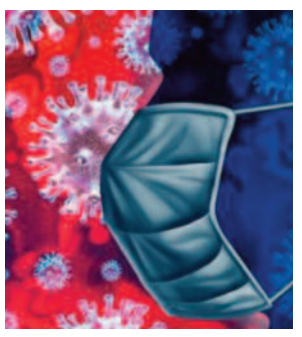

ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত। স্বাভাবিকভাবেই এই তথ্য সামনে আসার পরই উদ্বেগ বেড়েছে। তবে কি আবার মাস্কে মুখ ঢেকে বেরতে হবে আমজনতাকে? যদিও মাস্ক পরে বের হওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক এখনও কিছু জানায়নি।

রাসমণি বাগান অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: অদিতি সাহা

রবিবাসরীয় সকালে ক্রিকেট খেলে ভোট প্রচারে সৃজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা লোকসভা নির্বাচনে আর কয়েক দিন সময় আছে, এর মধ্যেই প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছে। রবিবাসরীয় সকালে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য ক্রিকেটের ব্যাট করতে নেমে পরেন মল্লিকপুর এলাকায়। যাদবপুর লোকসভা বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য রবিবার বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার বারুইপুর সিপিআইএম জেলা পার্টি অফিস থেকে টোটো ও বাইক করে র‍্যালি করে ভোট প্রচার শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ও মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন এলাকায় তার প্রচার পর্ব করেন।

সৃজন ভট্টাচার্য রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা সিপিআইএমের জেলা কার্যালয়ে বারুইপুর থেকে ভোট প্রচার শুরু করে হরিহর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে মল্লিকপুর স্টেশন দিয়ে মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত গনিমা এলাকা থেকে সুভাষগ্রাম পাঁচপোতা পর্যন্ত এই প্রচার করেন।

মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে গনিমা এলাকায় একটি মাঠে

ছেলেরা ক্রিকেট খেলছিল। সেখানে গিয়ে সৃজন ক্রিকেট খেলেন। সৃজন ভট্টাচার্যের এই বাইক ও টোটো র‍্যালিতে ছিলেন বেশ কিছু বাইক ও বেশ কিছু টোটো এবং সিপিআইএমের কর্মীরা। তিনি যেটা জানান মল্লিকপুর যাদবপুর বিধানসভা সব মানুষ সিপিআইএমকে ভোট দেবে কিন্তু কংগ্রেস নেতা বা কর্মী সৃজনের সঙ্গে দেখা যাচ্ছেনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলেন কংগ্রেসের পতাকা আছে, নেতা আছে, সব আছে, সময় পেলে আপনারা সব দেখতে পাবেন। জেতার ব্যাপারে তিনি কিন্তু একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত যেভাবে মানুষের সাড়া পাচ্ছেন প্রথম দিন থেকে আজও পর্যন্ত।

রোজগারের আশায় বিরাটির খালিসাখোটায় পুকুর ভরাট!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিনে দুপুরে অবাধে জলাশয় ভরাট চলছিল বিরাটি খলিসাখোটায়। উত্তর দমদম পুরসভার কাউন্সিলরের নাকের ডগাতেই চলছিল এই কাজ। স্থানীয় সূত্রে খবর, বড় বড় ট্রাক ঢুকছে এলাকায়। এই ট্রাক থেকে বস্তা বস্তা মাটি ফেলা হচ্ছে পুকুরে। অথচ এসবের কিছুই নজরে আসেনি স্থানীয় কাউন্সিলরের, না পেয়েছেন এই ব্যাপারে কোনও খবর। এদিকে আগামী পয়লা জুন দমদম লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। লোকসভা নির্বাচনী আবহে এভাবে পুকুর ভরাট হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারাও বিস্মিত হন।

খালিসাখোটা অঞ্চলে প্রায় ১ বিঘা জলাশয় ভরাটের কাজ যখন জোর কদমে চলছে, তখন খবর পৌঁছয় সংবাদমাধ্যমের কাছেও। এরপরই স্বাভাবিক ভাবেই জমির মালিক স্বাগতা দাসের কাছে জানতে চাওয়া হয় ঘটনা। উত্তরে তিনি জানান, ‘আমি ভরাটের মানে বুঝি না। আমি ভেবেছিলাম, অর্ধেকটা ভরে একটা ঘর করলে কিছু করে খেতে পারব। আমরা অসহায় মানুষ। আমরা এত নিয়মের কিছুই জানি না। আমার ছেলেটার লিগামেন্ট ছেঁড়া। আমাদের ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি নিজেই তৃণমূল করি।’ এরপরই জানতে চাওয়া হয়, কাউন্সিলর এই ব্যাপারটা জানেন কি না তা নিয়েও। সঙ্গে সঙ্গে ওই তৃণমূল কর্মী বলেন, ‘না, দাদা এই ব্যাপারের কিছুই জানেন না। দাদা আমাদের মাথার ওপর ছাদের মতো থাকেন। আমাদের সব বিপদ আপদে সাহায্য করেন।’ ঘটনাক্রমে মায়ের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন ছেলেও। তিনিও জানান, ‘এটা আমাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে করা। যেহেতু আমাদের নলেজ কম। তাই আমাদের ভুল হয়ে গিয়েছে। আমরা আর করব না।’ এই বিষয়ের কিছুই জানেন না স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর সন্দীপন সাহাও। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, ‘আমি সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে শুনলাম। বন্ধ করে দিয়েছি কাজ। হবে না এই ধরনের কাজ। বলব, পারলে মাটি তুলে নাও। কথা না হলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।’

সম্পাদকীয়

জলই যে আমাদের জীবন, এই কথাটা সম্ভবত দুই সরকারের মাথায় নেই, তাই এই দুরবস্থা

তাপপ্রবাহ বাড়ছে আর জল শুকিয়ে যাচ্ছে। জলের স্তর ক্রমশ নিম্নগামী। এই ক'বছর আগেও নিম্ন দামোদর উপত্যকায় খণ্ডঘোষ, রায়না ব্লকে ৩০-৩৫ ফুট নীচে জলের স্তর পাওয়া যেত। শীত শেষে ধান কাটা মাঠের 'কেলেস' জমিতে দুই-আড়াই ইঞ্চি বেধযুক্ত পাইপের টিউবওয়েল বসিয়ে, হাতে কল টিপেই পেঁয়াজ চাষ করা যেত। হাতে টেপা টিউবওয়েলগুলোর জলের স্তর ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে। এখন অনেক জায়গায় কম করে ১০০-২৩০ ফুট বা তারও নীচে অল্পবিস্তর জলের স্তর নেমে গিয়েছে। এখন 'সেলেন্ডার' (ডিপ-টিউবওয়েল) কল ছাড়া আর চলে না। গরিব মানুষ কল টিপে দুটো পেঁয়াজ লাগিয়ে খাবে, তার উপায় আজ আর নেই। ধান চাষ না করলে চাষিরাই বা সারা বছর খাবেন কী? কৃষির ব্যাপারটাকে মাথায় রেখেই স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দামোদরে চারটি বিশাল আকারের জলাধার তৈরি হয়েছিল। কমিশন সমীক্ষা চালিয়ে আরও চারটি বাঁধ প্রস্তুত করার কথা বলেছিল। বৃষ্টি ঠিকঠাক হলে তার চারটেতে জলের জোগান কম থাকার কথা নয়। ক'বছর আগেও ক্যানেল এরিয়াগুলোতে ভাদরের চটকায় ধান জমিতে চাপান দেওয়ার জন্য ক্যানাল বন্ধ রাখতে বলা হত। অথবা, প্রয়োজনমতো ক্যানাল থেকে বার হয়ে আসা পাইপগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হত। গ্রীষ্মে ধান চাষের জন্য দেওয়া জলে মাঠ যেত ভেসে। কিন্তু সেই একটামাত্র জলাধার এত অভাবের মধ্যে আর কত জল সরবরাহ করতে পারে? প্রস্তাবিত বাকি তিনটিতে পলি জমে জল ধারণ ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছে। জলাধারগুলি পরিষ্কার করা বা নতুন জলাধার নির্মাণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার আর কোনও নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। জল সংরক্ষণ করতে না পারায় দক্ষিণ দামোদর উপত্যকা শুকিয়ে যাচ্ছে। এই বছর ধান চাষিদের অবাক করে, এক দিনও বৃষ্টি হয়নি। গ্রীষ্মকালে ধান চাষে ব্যক্তিগত ভাবে যে সব নলকূপ তৈরি করা হয়েছিল, জলের স্তর কমে যাওয়ায় সেই নলকূপ চালানো দমকলগুলিকে বিগত কয়েক বছর ধরে, জমিতে গর্ত কেটে নীচে নামাতে হচ্ছে। আকস্মিক বৃষ্টিতে মাটি চাপা পড়ে বা ধস নেমে সে বিপদও কম হয়নি। উত্তর রাঢ়ে মুর্শিদাবাদের অনেক গ্রামের পুকুরগুলোতে শীত আসার পরে পরেই জল শুকিয়ে যায়। এখন সেটা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, এমনকি বর্ধমান, বীরভূম জেলাতেও দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ রাঢ়কে সতর্ক করে সে যেন বলতে চায়; 'জলে জঙ্গলে আর বাঁচবি কত ক্ষণ?' অর্থনীতিতে জল অমূল্য সম্পদ। শুধু কৃষি নয়, শিল্প ও পরিবহণ, অরণ্য, স্বচ্ছ অভিযান, তথা সামগ্রিক ভাবে পরিবেশ রক্ষায় জলই জীবনের জিয়ন কাঠি। একটি হিন্দি প্রবাদে আছে; 'জল হ্যায় তো কাল হ্যায়'। আগামী দিনের কথা ভেবে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভেবে, জলের সুরক্ষার ব্যাপারটিকে নিয়ে সর্বস্তরেই আলোচনার দিন বয়ে যাচ্ছে। হিমালয়ের হিমবাহগুলি আর নিজেদের আয়তন ধরে রাখতে পারছে না। বরফের গলনে সমুদ্রের জলতল এমন ভাবে বাড়লে শহর তো বটেই, ভারতের সুন্দরবন আর বাংলাদেশের সুন্দরবন, বিভিন্ন দ্বীপ, সমুদ্র-ঘেঁষা ভূমি ও শহরগুলির অনেকটাই জলের তলায় চলে যাবে। যে এভারেস্ট সমগ্র এশিয়ার দেশগুলির উপর বায়ুর উষ্ণতার ভারসাম্য বজায় রাখত, তার পক্ষে সে কাজ করা আর সম্ভব হচ্ছে না। পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে সমস্যা হবেই পানীয় জলের। যেটুকু রক্ষা করা যেত, সেই ব্যাপারে কোনও সচেতনতা গড়ে ওঠেনি।

জন্মদিন

আজকের দিন

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সিমরনজিৎ সিং মানের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৭৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রমেশ পাওয়ারের জন্মদিন।*

মানুষ ভোট যা দেখে দেয়

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

ভোট চলছে। মানে নির্বাচন। চতুর্থ দফা শেষ।এখন আমরা পঞ্চম বেয়ে বাকি দফার সজাঘরে। এই নির্বাচনে ঠিক হবে কে হবে প্রধান মন্ত্রী। এক মস্ত বড় সিদ্ধান্ত। সুতরাং ভারতে তুমুল উৎসাহে চলছে ভোট পর্ব। রাজ্যগুলি যে যার মতো করে কেউ এক চুলও জমি ছাড়তে রাজি নয়। তবে যে সব রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার আছে সেখানে ততটা ভাবার কারন না থাকলেও যেখানে তা নেই সেখানে অনেকটাই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কেন্দ্র সরকারের। তাই ডবল ইঞ্জিন সরকার ছাড়া রাজ্য গুলিতে বেশি জোর দিয়েছে কেন্দ্র। এখন প্রশ্ন হল তাতে কি লাভ হচ্ছে কিছু? আসুন, অন্য রাজ্য গুলির কথা বাদ দিয়ে আজ না হয় পশ্চিম বঙ্গের কথায়-ই বলি।

একটা ভোটে অনেক আশা, অনেক প্রত্যাশা, অনেক আবেগ কাজ করে এখানে। কারণ এ রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ। এখানে প্রত্যন্ত গ্রামে স্বল্প সাক্ষর মানুষটিও জানে তার আসলে কি কাজ বা কোনটা সঠিক কাজ। মানে তাকে কাকে নির্বাচন করতে হবে। এই ভোটার দেখেছে ৩৪ বছরের শাসনকে বা তারও আগের দীর্ঘমেয়াদি শাসনকে। এই বাংলার মানুষ অনেক বেশি সহনশীল। এই বাংলার মানুষ সহজে কাউকে আসন থেকে জোর করে টেনে নামায় না। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে এখানে জনগণ জাগে। আর এমন ভাবে জাগে যে পূর্বকৃত অন্যায় আর ফিরে আসে না। মধ্যা কথা হলো বার বার সুযোগ এই বঙ্গের মানুষ দেয় পেছনে পূর্বের ভালো কাজের কথা মনে রেখে। আর তা না হলেই বিপদ। না, তারপর আর কোনো সুযোগ নয়। মানে মুহূর্ত লাগে না তাসের ঘর ভেঙে পড়তে। রাতারাতি মত পরিবর্তন হয়, রাতারাতি মানুষ পরিবর্তন হয়। হয়তো দেখা গেলো কেউ তাতে দেখে হিংসে, হয়তো বা ভয়ানক দুঃখ প্রকাশও করে কেউ। কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন থাকে না। দেখা যায় ধীরে ধীরে নিজ পার্টির প্রতি ঘোর আস্থা রাখা মানুষটিও মত বদলায়, পার্টি বদলায়। অন্যান্য রাজ্যে এটা কম হলেও এখানে মানুষের মত কখন যে কি হয় তা বলা মুশকিল! তারপরও মানুষ বড় সহনশীল। দেখা গেছে একটা পার্টি গেলো গেলো রব। অতি বড় বিরোধী পার্টির অন্ধ ভক্তও তখন বলতে পারবে না ক্ষমতায় থাকা পার্টি পড়ে যাবে কিনা! বরং দেখা গেছে ক্ষমতায় থাকা পার্টির যত নেগেটিভ দিক দেখা যায় সে তত মার্জিনে জিতে যায়। তবে কি তার রহস্য? রহস্য তো অবশ্যই আছে। কৌশলী রাজনীতির থেকেও আগে যেটা তা হলো সাধারন মানুষ দেখে — কাজ। এক কথায় উন্নয়ন। তাদের অত ভাববার সময় বা ইচ্ছা নেই যে কে কত চুরি করলো, কোথায় কত দুর্নীতি হলো, কে কি ভাবে ঘুষ নিলো ইত্যাদি। না, তারা টিভিতে বুদ্ধিজীবীর ভাষণ শোনে না। মিডিয়া নিয়ে অত বাড়াবাড়িও নেই। আমি এ বিষয়ে গ্রামের উপরেই জোর দিলাম। শহরে মানুষ কিছুটা এই বিষয়ে গুরুত্ব দিলেও গ্রামে ওসবের তেমন গুরুত্ব নেই। তারা দেখে তাদের কাঁচা বাড়িটা তো পাকা হয়ে গেলো। তারা দেখে রেশন তো ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে। মিড ডে মিল তাতো ঠিকমত জুটছে। আবার কত রকমের ভ্রাতা, কত রকমের ভান্ডার তো লেগেই আছে। এরপর আছে জল, কল, রাঙ্গ স্তা, বিদ্যুৎ আরোও কত কি।

এবার আসি অভিজ্ঞতায়। ভোটের কাজে কলকাতা থেকে আমরা ১৫ জন গিয়েছিলাম বীরভূমে। মল্লারপুর থানা এরিয়ায় আমাদের ডিউটি পড়েছিল। এরপর কোট্টিশ্বর হয়ে আমরা আমাদের বুথ কেন্দ্রে যাই। তাও প্রায় ১৫ কিলোমিটার তো হবেই। গ্রামটির নাম না হয় বললাম না। বলছি না কারণ বলতে চাই না বলে বা বলার মত তেমন কিছু নেই বলে। মানে যে গ্রামে আমরা পৌঁছালাম সেখানে লোক তেমন নেই। চারিদিকে শুনশান। বিস্তর এরিয়া — ফাঁকা ফাঁকা। ভুল ধরল আরেক জন। জানতে পারলাম এখানে ভোটারের সংখ্যা ৯৫৬ জন। হতবাক হলাম। মনে মনে ভাবলাম এত লোক এখানে অসম্ভব। বাট নো স্যার, সম্ভব। তবে কারেন্ট নেই। কোনো মতে ভোটকেন্দ্র ওই স্কুলে কারেন্ট এর ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। না, জলের তেমন ব্যবস্থা নেই। সামনে কোনো বড় বাজার নেই। হাসপাতাল নেই। মাটির ঘর আছে, পাকা ঘর নেই। তবু ওরা ভালো আছে। ভোটের জন্যে বাইরে কাজ করা এই গ্রামের লোকেরা অনেক আগেই চলে এসেছে। মানে উৎসাহ আছে, উদ্দীপনাও আছে। তা নহলে সাতটা থেকে ভোট শুরু হলে কেন ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে মানুষ লাইনে দাঁড়াবে! আর মহিলা ভোটারদের রাশ যেন থামছেই না। সব সময়ই তাদের লম্বা লাইন। ননস্টপ ভোট হয়েছে। মানে করানো হয়েছে। কারণ সেক্টর অফিসার বলেই গেছিলেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোটের কাজ শেষ করবেন। কারণ এটা ব্যাকওয়ার্ড জায়গা। তারপর কারেন্ট থাকে না। কেন্দ্রীয় বাহিনী তথা পুলিশের হাতে অস্ত্র ও লাঠি থাকলেও অন্ধকারে সবই শুন্য। অতর্কিত কিছু আটকানো প্রায় অসম্ভব। ভোট প্রায় চারটের কাছাকাছি হলেই ৮০ শতাংশ কমপ্লিট হয়েছে। মানে বাকি দু'ঘণ্টায় যদি আরো ৫/৭ শতাংশ পরে এই আশায় অপেক্ষায়। হ্যাঁ, সেই রকমেই হয়েছিল। সাড়ে চারটের সময় এজেন্টদের একটু ছোটাছুটির পরিস্থিতি দেখা দিলেও কেন্দ্রীয় বাহিনী তথা কলকাতা পুলিসের তৎপরতায় তা ক্ষনেকেই থেমে যায়। মানে ভোট পিসফুল। বন্ধুদের থেকে খবর নিয়েছি অন্যান্য জায়গায় খবর। উত্তরে জানতে পারি প্রায় একই রকম হয়েছে। আমাকে এক গ্রামবাসী প্রশ্ন করেছিল — কেমন দেখলেন এখানে? উত্তরে বলি — এখানে এত অসুবিধা সত্ত্বেও আপনারা কি উৎসাহ নিয়ে ভোট দিলেন সেটাই ভালো লাগলো। আর নিজেকে বলেছিলাম কি কারণে মানুষের এই উৎসাহ? উত্তরটা হয়তো আপনারও জানা। তবে তা বলতে মানা।

বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি ওই গ্রাম কার সমর্থক। একই চেহারার কথা জেনেছি অন্য বন্ধুদের থেকেও। তবে কেনো একটা পার্টির এত চিন্তা? — তা তো বুঝে উঠতে পারলাম না! লড়াইটা রাজ্যের বনাম কেন্দ্রের? না, ভুল হলো। লড়াইটা আসলে একটা প্রেস্টিজের। মানুষ কাজ দেখে ভোট দেয়। আর ভালোভাবে বললে উন্নয়ন দেখে ভোট দেয়। এখন প্রশ্ন হলো তবে কেনো একটা অনুন্নত এলাকায় ভোট দেওয়ার এত হিড়িক? আসলে এটা তো ভেবে নেওয়াই যেতে পারে মানুষ কিছু প্রত্যাশায় ভোট দেয়। যেখানে কিছু নেই, সেখানে সামান্য পাওয়ার আশা তো অন্যায় কিছু নয়। আর শহর নিয়ে কিছু আসে যায় না সব দলের। আসল পরীক্ষা তো গ্রামে। 'খেলা হবে ' কথাটা তো ওখানে জমে জোরালো। মানে বুঝতে হবে যে যত তাড়াতাড়ি মানুষের পালস বুঝতে পারবে সে তত তাড়াতাড়ি সাকসেস পাবে। তবে মানুষের মন হলো শেষ কথা। সে কখন কিভাবে কার উপরে প্রসন্ন হবে তা বোঝা মুশকিল। দেখা গেলো যাকে নিয়ে খুব চিন্তা ছিল সে ভালোভাবে পাশ করলো আর যাকে নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই দেখা গেলো সে হয়তো ফেল করলো। একেই বলে রাজনীতি। মানে জানতে হবে কোন জায়গায় কি করতে হবে। আমাদের রাজ্য তা ভালোভাবে জানে। আর জানে বলেই দীর্ঘকাল এখানে এক একটা পার্টি থেকে যায়। এক এক জনের এক এক কৌশল। পাওয়ার রাজনীতি তো হাল আমলের কথা। দেখা যাচ্ছে যে এই টেকনিক সারা ভারতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথা হলো সুবিধা যেখানে,মানুষ সেখানে। এখানে বলবার বিষয় হল মানুষ তার তাৎক্ষণিক সুবিধা তে বেশি গুরুত্ব দেয়। তার ভাবনার সময় নেই যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিভাবে চলবে। তাহলে প্রশ্ন হলো তবে কি আমরা কর্ম সংস্থানের দিক থেকে ভালো আছি? কর্মের ঠিকানা কেন পরিযায়ী হবে তা তো ভাবনার সময় এসেছে।

ভাবনার সময় অনেক কিছুর। আমরা জানি না যা হচ্ছে ভালো হচ্ছে কিনা। আমরা জানি না আমাদের আগামী প্রজন্ম কি করবে? আমরা জানি না এই প্রজন্মই বা খুব ভালো আছে কিনা! আমরা জানি না মূল্য বৃদ্ধি কে কি ভাবে রুখবে। কার উৎসাহ কতটা? আমরা জানি না এত মেডিসিনের দাম, গ্যাস, পেট্রোল-সহ বহু পণ্যের এত মূল্য বৃদ্ধির কতটা প্রয়োজন? আমরা জানিনা রেল কেনো বিক্রি হচ্ছে? আমরা জানি না কেন বিভিন্ন কর্মে এত কর্মী ছাঁটাই? আমরা জানিনা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি কেনো, কেনই বা সম্প্রদায় দিয়ে রাজনীতি? সাদা খাতা, শুন্য খাতা, চাকরি বিক্রি, সম্মান বিক্রি কোনো নতুন কথা নয়। এটা থামবেই বা কবে! আর সব দেখেও তো ভোট দেওয়া হয়। মিথ্যা দিয়ে সাময়িক লাভ হয়, চিরস্থায়ী নয়। এ রাজ্যে যেমন মতুয়া আছে তেমন কুড়মিরাও আছেন। কে কার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় সেটাই দেখার। সামলানোর দায় সরকারের। শাসক পারে সবটা সামলাতে। আর জনগণ পারে সঠিক শাসক আনতে। পারে তার মূল্যবান ভোট দিয়ে নির্বাচন করতে। অবশ্য মূল্যবান বোধটা ভেতর থেকে আসে। যদি আসে তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই। যদি না আসে তবে চাটুকারী-ই হলো শেষ কথা। নিজের বিবেককে জাগান কোনো প্রলোভনেই যেন আমরা বিক্রি না হয়ে যায়। পারলে মানুন, নইলে ছাড়ুন।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সাহিত্যের মানিক

এস ডি সুব্রত

বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচিত্র সৃষ্টিকর্মের দ্বারা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন কল্লোলীয় ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে। মানবমনের গভীর জটিল মুহূর্তকে তুলে ধরে মগ্নচৈতন্যের অতলশায়ী বোধকে প্রকাশ করেছেন আপন লেখনীর মাধ্যমে দক্ষতার সাথে সফলভাবে। নিজের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ২৯শে মে, ১৯০৮ সালে সাঁওতাল পরগনার দুমকায়। বাবার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। মা নিরদাসুন্দরী। পবিরবারটি এসেছিল ঢাকার বিক্রমপুর থেকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষকেই তাঁর সাহিত্যে প্রধান ভূমিকায় স্থাপন করেছেন। পূর্ববঙ্গের অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে যেমন তার নৈকট্য ছিল, অন্যান্য অঞ্চলের শ্রমিক কৃষক সর্বহারা মানুষও ছিল যেন তাঁর মনের সঙ্গী, যাদের নিখুঁত নিপুণ বাস্তব রূপালেখ্য তাঁর সাহিত্য। আঞ্চলিক উপন্যাসেরও তিনি বড় শিল্পী;'পদ্মানদীর মাঝি'তে পদ্মানদীর মাঝি ও সন্নিহিত নিম্নবর্ণের মানুষদেরে জীবনচর্চার যথার্থ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অরুগ্ন বলিষ্ঠ উদ্দাম জীবনচর্যাকেও তার সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

'প্রাগৈতিহাসিক'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য রচনায় তিনি মাণিক নামটি ব্যবহার করেন। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সরকারী চাকুরে। সে কারণে তাকে প্রায়শই বদলি হতে হত। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাবা-মার সঙ্গে অনেক জায়গা ঘুরেছেন। বিবিধ পরিবেশে নানান শ্রেণীর মানুষ দেখেছেন এবং এই মানুষই তাঁর গল্প ও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধচারণ করেছে তার বলিষ্ঠ লেখনী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ আর অসম্ভব দুঃসাহসী । কোনোকিছুতেই ভয় ছিল না তাঁর । ছোটবেলাতে একবার খেলতে খেলতে আঁশবটিতে পেট কেটে ফেলেন, একবার জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে পা পুড়িয়ে ফেলেন আর একবার বারুদ দিয়ে বাজি বানাতে গিয়ে ভীষণ ভাবে আহত হয়ে পড়েন, তবু তিনি তাঁর দস্যিপানা ছাড়েননি। কৈশোরে ছিলেন মেদিনীপুরে। মেদিনীপুর

জিলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে আই.এস. সি পাশ করেন। অঙ্কে অনার্সসহ বি.এস.সি পড়তে ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। প্রেসিডেন্সীতে পড়বার সময় তিনি 'অতসী মাসী' নামে একটি গল্প লিখেন বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকা বিচিত্রা'য় গল্পটি ছাপা হয় এবং প্রথম গল্পেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন সাড়া তোলেন যা খুব কম লেখকেরই কপালে জুটে থাকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র একুশ বছর বয়সে লিখলেন তার প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' ।

লেখালেখিতে অতিশয় মগ্ন হয়ে পড়ার কারণে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে বি.এস.সি পরীক্ষা দেওয়া হল না। তিনি সাহিত্যকে তার জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন; যা তখনকার সময়ে ছিল অত্যন্ত সাহসী সিদ্ধান্ত। কল্লোল পত্রিকাকে ঘিরে তখন একদল শক্তিমান কথাসাহিত্যিক নিজেদের মেলে ধরছেন। এঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাদের সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সে সময়ের সুখ্যাত পত্রিকা 'ভারতবর্ষ'-এ প্রকাশিত হয় তার উপন্যাস 'জননী'। সেই পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী আরও দুটি উপন্যাস;'পুতুল নাচের ইতিকথা' এবং 'পদ্মা নদীর মাঝি'। দুঃখ দারিদ্রে জর্জরিত নরনারীর অমন জীবন্ত আলেখ্য এর আগে অন্য কোনও বাঙালী ঔপন্যাসিকের কলমে ফুটে ওঠেনি। অথচ ওই স্তরের অবহেলিত মানুষদের মধ্যেই রয়েছে অযত্নরক্ষিত অমসৃণ কত হীরকখণ্ড। তার বহুবিধ অভিজ্ঞতার মহিমা রয়েছে তাঁর রচিত প্রতিটি রচনায়। কিন্তু লিখে যথেষ্ট আয় হত না লেখকের। অথচ লেখার স্বার্থেই তিনি কোথাও চাকরিও নেবেন না। ভালো বেতনের চাকুরি গ্রহণে অস্বীকার করেছেন। অর্থাভাবে যখন ধুঁকছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে কিছু বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেন। লেখক জীবনের দ্বিতীয়ার্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ফলে ভাববাদের আরও বিরোধী হয়ে উঠলেন। কিছু ক্ষেত্রে তাঁর রচনা খানিক শ্লোগানধর্মীও হয়ে ওঠে। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ রচনাই বাংলা সাহিত্যের মহামূল্য মণিরত্ন। তার ছোটোগল্পগুলিও অনন্য। আর উপন্যাসগুলির মধ্যে পদ্মা নদীর মাঝি 'পুতুল নাচের ইতিকথা' 'হলুদ নদী সবুজ মন' 'অমৃতস্য পুত্রা' 'শহরতলী' 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান' ইত্যাদির তুলনাই হয় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় অনুভব করলেন শিল্পীর দায়িত্ব; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতি অর্থনৈতিক বৈষম্যের স্বরূপ নির্ণয় করা এবং তা দূর করে শাসন শোষণমুক্ত নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ দিকের রচনায় বিশেষত ছোট গল্পে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ সম্বলিত শ্রেণীচেতনার স্বরূপ নির্ণয় ও সাম্যবাদী সমাজ প্রবর্তনার ভাবনা প্রবল রূপ পেয়েছে। ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫৬, মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে বাংলা সাহিত্যের মানিক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পাড়ি জমান পরলোকে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পুরাতন মালদায় সরকারি জমি দখল করে মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায় রাজ্য সড়কের ধারে সরকারি জমি দখল করে আস্ত একটি মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে বলে অভিযোগ। আর এই মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হওয়া নিয়েই শুরু হয়েছে চরম বিতর্ক। পূর্ত দপ্তরের জমি দখল করেই কী ভাবে অসংখ্য পাকা দোকানঘর গড়ে উঠছে, তা নিয়েও বিস্তর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। আর এর নেপথ্যে একটি প্রোমোটার চক্রের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে সরকারি জায়গা দখল করে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির ঘটনা শোনার পর রীতিমতো হতবাক হয়ে গিয়েছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তিনি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি পুরাতন মালদা পুরসভা চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন, ওই

এলাকায় কিছু অস্থায়ী ঝুপড়ি ঘর ছিল। যেগুলি সরিয়ে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে হাইড্রেন করা হয়েছে। কারা এখানে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করছে সে ব্যাপারে কিছু জানা নেই। এই দোকানঘরগুলি তৈরির ক্ষেত্রে পুরসভার কোনও প্ল্যানিং পাশ করানো হয়নি।

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা পুরসভার মঙ্গলবাড়ি মোড় থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে রয়েছে মির্জাপুর মোড়। সংশ্লিষ্ট পুরসভার অতি ব্যস্ততম এবং জনবহুল এলাকা হিসেবে পরিচিত এই মির্জাপুর মোড়। এই এলাকায় রাজ্য সড়কের এক প্রান্তে পূর্ত দপ্তরের অধিকাংশ জমি দখল করেই গড়ে উঠছে অসংখ্য পাকা দোকানঘর। প্রায় কুড়িটি একতলা দোকানঘরের ইতিমধ্যে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতে ওই মার্কেট কমপ্লেক্সের আরও দোতলা থেকে তিনতলা করারও পরিকল্পনা নিয়েছে একশ্রেণির প্রোমোটারের চক্র বলে অভিযোগ উঠেছে। পুরসভা এবং প্রশাসনের কোনওরকম নির্দেশ ছাড়া কীভাবে সরকারি জায়গা জবর দখল করে এই মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে, সে বিষয়েও বিভিন্ন মহলে অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে পূর্ত দপ্তর তদন্ত করে দেখার কথাও জানিয়েছে।

পূর্ত দপ্তরের মালদা জেলার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) অসিত কুমার সাহা জানিয়েছেন, সরকারি জায়গা দখল করে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির বিষয়টি জানা ছিল না। ঘটনাটি জানার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে একটি টিম পাঠিয়ে তদন্ত করে দেখার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে ডিভিশনে বিনা টিকিটে যাত্রীদের জরিমানায় দ্বিতীয় আসানসোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: চলতি বছরের এপ্রিল মাসে রেলের পূর্ব ডিভিশনে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে জরিমানা বাবদ টাকা আদায়ে দ্বিতীয় স্থানে আসানসোল রেল ডিভিশন। জরিমানা আদায়ের পরিসংখ্যানে গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি বলে দাবি রেল কর্তৃপক্ষের।

উল্লেখ্য, পূর্ব রেলের চারটি ডিভিশনের মধ্যে হাওড়া ডিভিশনে সব থেকে বেশি জরিমানা আদায় করা হয়েছে, যার পরিমাণ ৩.০২২ কোটি টাকা, দ্বিতীয় স্থানে থাকা আসানসোল ডিভিশনে ২ .০৩০ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। শিয়ালদা ডিভিশনে ১.৬৪৪ কোটি টাকা। মালদা ডিভিশনে ৮৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা রেল কর্তৃপক্ষ আদায় করেছে।

২০২৩ সালে পূর্ব রেল ডিভিশনের পক্ষ থেকে এক লক্ষ ৩০ হাজার ৩০০ জনকে বিনা টিকিট যাত্রী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এবার চলতি মাসে এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় দেড় লক্ষ বিনা টিকিট যাত্রী হিসেবে চিহ্নিত করেছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। বিনা টিকিটে সফরকারী রেল যাত্রী সংখ্যা অন্য ডিভিশনের মতো বেড়েছে আসানসোল ডিভিশনেও। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, যাত্রীদের সুষ্ঠু পরিষেবা দিতে এবং বিনা টিকিটে যাত্রীদের ওপর লাগাম টানতে বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ, যা ভবিষ্যতে আরও কঠোর থেকে কঠোরতর করা হবে।

বিদেশি মুদ্রা সহ সিপিএম নেতা বিএসএফের জালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পঞ্চম দফা ভোটের আগে সীমান্ত এলাকা থেকে সিপিএম নেতার কাছে উদ্ধার বিদেশি টাকা। প্রশ্ন উঠছে, আন্তর্জাতিক পাচারের সঙ্গে যুক্ত কি সিপিএম নেতা? তাঁর থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩ লক্ষ ৬ হাজার বাংলাদেশি টাকা। জানা গিয়েছে, ওই সিপিএম নেতার নাম শহিদুল ইসলাম। তাঁকে আটক করে জেরা করা হচ্ছে। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাকিমপুর সীমান্তের।

গত পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএমের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী শহিদুল ইসলাম নামে ওই পাচারকারী নিজের শরীরে জড়িয়ে ৩ লক্ষ ৬ হাজার বাংলাদেশি টাকা ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচার করার চেষ্টা করছিলেন বলে দাবি। ঠিক সেই সময় বিএসএফের ১১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্তরক্ষী বাহিনী সীমান্তের জওয়ানদের কাছে গোপন সূত্রে খবর যায় হাকিমপুর চেকপোস্টে, সেখানে কর্তব্যরত সীমান্তরক্ষী বাহিনী ওই সিপিএম নেতাকে তল্লাশি করতেই তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় বিদেশি মুদ্রা। সঠিক তথ্য না দেওয়ায় ওই নেতাকে আটক করে সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাচারকারীর শহিদুল ইসলামের বাড়ি স্বরূপনগরের বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিথারী এলাকায়। নির্বাচনের একদিন আগে সিপিএম

নেতার কাছ থেকে বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তা হলে কি আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত সিপিএম নেতা? এখন প্রশ্ন হচ্ছে নির্বাচনের একদিন আগে এই বাংলাদেশি টাকা সিপিএম নেতা কী কারণে মজুত করেছিলেন? বা কী কারণেই সেই টাকাগুলো নিয়ে তিনি সীমান্ত এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন। এই নেতার অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল? পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে বিএসএফ, শুল্ক দপ্তর ও স্বরূপনগর থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া বিদেশি মুদ্রাগুলি তেতুলিয়া শুল্ক দপ্তরের হাতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

পূর্বস্থলীতে আবারও দুর্লভ পাখি দম্পতির দেখা মিলল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীতে আবারও এক দুর্লভ পাখি দম্পতির দেখা মিলল। ব্লাক নেক রাজন বা কালো ঘাড় রাজনের পর দেখা মিলল ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইকেচার বা দুধরাজ পাখি দম্পতির। কালেকাতলা ২ নম্বর পঞ্চায়েতের বাগ-আচড়া এলাকার একটি আমবাগানের ডালে বাচ্চা ফুটিয়েছে এই দুধরাজ দম্পতি। সকাল হতেই সেখানে বড় বড় টেলিস্কোপ ক্যামেরা নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন পক্ষী প্রেমীরা। চলছে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ওই পক্ষী দম্পতির ছবি তোলার পর্ব।

আমবাগানের এক মালিক রাজু ঘোষ বলেন, 'আগে কখনও এই জাতীয় পাখি আমাদের বাগানে দেখিনি। দুর্লভ প্রজাতির বলেই মনে হচ্ছে। কলকাতা, দুর্গাপুর, হুগলি থেকে শতাধিক পক্ষী প্রেমীরা আসছেন এদের ছবি তুলতে। আমরাও চাই পাখির ছানাগুলো বড় হয়ে নিরাপদে বাবা-মায়ের সঙ্গে ওদের রাজ্যে ফিরে যাক।' এদিন দুর্লভ পাখির ছবি তুলতে আসা বারুইপুরের বাসিন্দা এক পক্ষী প্রেমী শুভেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, 'এই পাখির নাম ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাই-ক্যাচার। বাংলায় দুধরাজ বলে। এই অঞ্চলে খুব কম সংখ্যায় দেখা যায়। মধ্যপ্রদেশে এই পাখি বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। পুরুষ পাখিটার রং সাদা,

মাথাটা কালো। আর মেয়ে পাখিটার রঙ কমলা। মাথায় ঝুটি আছে। এপ্রিল-মে মাসে ডিম পারার জন্য নির্জন এলাকায় চলে যায় এরা।' পূর্বস্থলীর প্রবীণ আমচাষি নারায়ণ দাস জানিয়েছেন, 'যে বছর বাগানে আমের ফলন কম হয়, সেই মরশুমে এই দুলর্ভ প্রজাতির পাখি এসে নির্জন বাগানে বাসা বাঁধে। যাতে কেউ বিরক্ত না করতে পারে।' গত বৃহস্পতিবার পলাশপুলি গ্রামের বাসিন্দা বিমল শীলের বাগানে দেখা মেলে ব্লাক নেক রাজনের। সেখানেও টেলিস্কোপ ক্যামেরা নিয়ে শত শত পক্ষী প্রেমীরা ভিড় জমাচ্ছেন ছবি তুলতে।

তারকেশ্বরে সকালে তৈরি চোলাই ঠেক ভাঙল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: বেআইনি চোলাই মদের ঠেক ঘিরে অশান্তি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তৃণমূল নেতার মদতে চোলাই মদের ঠেক চলছে রমরমিয়ে। হুগলির তারকেশ্বর সুকান্তপল্লি এলাকার ঘটনা। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সেই চোলাইয়ের ঠেক আবার ভেঙে দিল তৃণমূলই।

জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে তৈরি করা হয় বেআইনি চোলাই মদের ঠেক। আর সেই মদের ঠেক বসানোর অভিযোগ ওঠে আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বপন সামন্তের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, এলাকাবাসী বাধা দিলেও তোয়াক্কা করেননি বলে অভিযোগ। নিজে দাঁড়িয়েই মদের ঠেক তৈরি করতে মদত দেন তিনি। এরপরই এলাকাবাসী প্রশাসনকে নালিশ করেন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, বিধায়ক রামেন্দু সিং রায় এই অভিযোগ পেতেই বেআইনি ঠেক ভাঙার নির্দেশ দেন তিনি। এরপর সকালে তৈরি হওয়া চোলাইয়ের ঠেক ভাঙে তৃণমূল নেতৃত্ব।

যদিও অভিযুক্ত কাউন্সিলর নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেছেন, 'গরিব মানুষকে দোকান খোলার জন্য বলা হয়েছিল। কোনও চোলাই মদের ঠেক তৈরি করা হয়নি।' এলাকার তৃণমূল নেতা জহর কর বলেন, 'একটা বেআইনি মদের দোকান হচ্ছিল। সেই দোকানটা আমরা তুলিয়ে দিয়েছি। এলাকার লোকজন অভিযোগ করেছিল। আর তৃণমূল নেতার মদতে হয়নি। এগুলো বিজেপিরা বলে। বিধায়ক বন্ধ করতে বলেছেন তাই করলাম।'

ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। রবিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত পোলেমপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম শিবাশিস দানা (২২), তিনি শ্যামসুন্দর কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। মৃত যুবকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়না থানার শিবরামপুর শ্যামসুন্দর থেকে স্কুটিতে চড়ে বর্ধমানে টিউশন পড়তে আসার পথে খণ্ডঘোষ থানার পোলেমপুর ওলাইচন্ডীতলায় ট্রাক্টরের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন ওই যুবক। এলাকাবাসীরা তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে ওই যুবককে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান এবং কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বাংলা-বিহার সীমান্তেবর্তী একটি দেহ সহ ২ অচৈতন্য ব্যক্তি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী এলাকায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ সহ আরও দু'টি অচৈতন্য ব্যক্তি উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে এদিন ভোরে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার ধরমপুর শ্মশানঘাটে। তিনজনকে একসঙ্গে পড়ে দেখে এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ধরমপুর এলাকার বাংলা-বিহার সীমান্তের এক শ্মশানে উদ্ধার হওয়া মৃতদেহ ও বাকিদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোয়ালপোখর থানার ধরমপুর এলাকার বাংলা-বিহার সীমান্তের এক শ্মশানে এক ব্যক্তির অর্ধনগ্ন পচাগলা মৃতদেহ সহ তিনজনকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা সেখানে হাজির হন। পরে জানা যায়, এক মহিলা ও আরও এক ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন। তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। মহিলার শরীরে বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন আছে। এই দৃশ্য দেখে গ্রামবাসীরা চমকে ওঠেন। আহতদের লোধন ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। গোয়ালপোখর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। কী ভাবে মৃতদেহটি এই শ্মশানে এল, তা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান নূর আলমের দাবি, এরা ভবঘুরে হতে পারে। পরিচয় না জানা পর্যন্ত আসল কারণ জানা যাবে না। তিনজনের কাউকেই শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। মৃত এবং আহতদের পরিচয় জানতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করা হলেও এখনও তার কোনও সূত্র বা যোগাযোগ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মৃত ব্যক্তির বয়স পঞ্চাশের বেশি। তাঁর সঙ্গে আহত মহিলা ও আর এক ব্যক্তির কী সম্পর্ক বোঝা যাচ্ছে না। আহত ব্যক্তিরা এখনও বয়ান দেওয়ার মতো শারীরিক অবস্থায় নেই। আহতদের আঘাত অনেক টাটকা। কিন্তু মৃতদেহটি কমপক্ষে ২ দিন আগের। তাঁকে কেউ খুন করলে এঁদেরকে জীবিত অবস্থায় কেন ফেলে যাবে। এই ৩ জনকে এলাকার কেউই চেনে না। সন্দেহ করা হচ্ছে, এরা বিহারের বাসিন্দা। এঁদের ছবি শনাক্তকরণের জন্য বিহার পুলিশের কাছে পাঠানো হচ্ছে।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক / Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস, গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৭১, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেইল: crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর অ্যাক্ট নং ২) সেকশন ১৩(৩) এবং ১৩(৮) এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং ঋণ অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পরে তাদের ব্যাঙ্কের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ৬০ দিন সময় দেওয়ার জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলি জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছিল কিন্তু স্বীকৃতি এখনও পাওয়া যায়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিশদ বিবরণে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য আমাদের অভিপ্রায় নির্দেশ করেছি। সারফেইসি এক্ট এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এখানে অবহিত করা হচ্ছে। তাদের আমাদের অফিসে থাকা বিশদ নোটিশ সংগ্রহ করার ও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ক্র. নং	ক) ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদারগণ এর নাম খ) শাখার নাম	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	ক) এনপিএ এর তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমান
১.	ক) আবেদনকারী - মেসার্স অলিভিয়া টেকনো গ্রুপ স্বত্বাধিকারী: শ্রী বিষ্ণু পদ সাহু জামিনদার(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) শ্রীমতী ইন্দিরা ঘোষ শ্রীমতী অলিভিয়া ঘোষ শ্রীমতী মঙ্গলা ঘোষ খ) সোনারপুর শাখা (শাখা কোড : ৫৫৪৮৫৫)	কমবেশি ০৭ (সাত) কাঠা ০৭ (সাত) ছটাক ২০ (কুড়ি) বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমি এবং তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা দোতলা বিল্ডিং, প্রথম তল এবং দ্বিতীয় তল এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- ওয়ার্ড নং- ১০, হোল্ডিং নং ৬, মৌজা-গোরখাড়া, জেএল নং ২২, রে সা নং- ৫৩, তৌজি নং- ২৫০, আর.এস. খতিয়ান নং- ১৯৮ (সংশোধিত), আরএস দাগ নং ৫৬৬, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, থানা- সোনারপুর, সোনারপুরে এডিএসআর অফিসের অধীনে, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অধীনে **শ্রীমতী ইন্দিরা ঘোষ, শ্রীমতী অলিভিয়া ঘোষ এবং শ্রীমতী মঙ্গলা ঘোষ এর নামে।** **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা; দক্ষিণ- দাগ নং ৫৬৫, পূর্ব - প্লট নং- বি, পশ্চিম - দাগ নং ৫৬৭ দ্বারা।	ক) ২৭.০৩.২০২৪ খ) ০৩.০৪.২০২৪ গ) ৯৮,৮১,৮১২.৩২ টাকা (আটানব্বই লক্ষ একাশি হাজার আটশো বারো টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র), সেইসঙ্গে আপনার দ্বারা সম্পাদিত ঋণের নথির নিয়ম ও শর্তাবলী অনুসারে চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে আরও সুদ এবং চার্জ সহ।

তারিখ : ১৮.০৫.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27100WB2010PLC144405
রেজিস্টার্ড অফিস: ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১১৭৭০.৯০	৪৩২৪৯.৩০	১১৩৮৪.০৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	১৮৮.২৯	৬৫৮.৩৬	৩৬০.৩০
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	১৫৭.১৩	৫০৮.৫৭	৩৪৬.২৪
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	১৪৯.১৭	৫০২.৪৩	৩৪১.৪৫
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক	০.২৪	০.৭৮	০.৫৩
(খ) মিশ্রিত	০.২৪	০.৭৮	০.৫৩

দ্রষ্টব্য-
(ক) ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ১৮ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন।
(খ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com-তেও পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
সুনীল কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00091784

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮ মে, ২০২৪

SBI — মেমারি এগ্রি কমার্শিয়াল ব্রাঞ্চ (এ.সি.বি. মেমারি-৩৯২০) হসপিটাল মোড়, পো. মেমারি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **শ্রী শেখ আবদুল আজিম** এইচবিএল ঋণ গ্রহণ করেছিল আমাদের এসবিআই **এ সি বি মেমারি শাখা** থেকে, এজন্য **দলিল নং ১-২৬৩৫ তারিখ ২৫.০৩.২০০৩** বন্ধক রেখেছিল ব্যাঙ্কের নিকট, কিন্তু তা ব্যাঙ্কের হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে।
স্বত্ব দলিলের বিস্তারিত : ১-২৬৩৫ তারিখ ২৫.০৩.২০০২, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৯০, পৃষ্ঠা ৫০ থেকে ৫৪, দলিল নং ২৬৩৫-২০০৩ সালের, মৌজা : মেমারি, জেএল নং ১৫২, খতিয়ান নং ৭২৭৬, থানা : মেমারি, রেজিস্ট্রার অফিস -এডিএসআর, মেমারি। সম্পত্তি **শ্রী শেখ আবদুল আজিমের** নামে।
উক্ত দলিল হারানো/স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টি **মেমারি থানায় ১০.০৫.২০২৪ তারিখে উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ৬৩৬** দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/দলিল সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ১৫ দিনের মধ্যে দাবি জানাতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ২০.০৫.২০২৪
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট, ব্রাঞ্চ কোড - ১৬৮২২
সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার - II এর নিকট নিউ টাউন, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১১.০৩.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী বিশ্বজিৎ বোস এবং শ্রীমতি সর্বানি বোস ঠিকানা - ৩২/ডি রোড, আনন্দপুরী, পো. নোনা চন্দনপুকুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১২২ এবং আর - ফ্ল্যাট নং ৩ই, ৪র্থ তল, টাওয়ার নং ৩, ম্যাগনোলিয়া স্পোর্টস সিটি, পো. টিটাগড়, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১২৩** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২১,৮৩,৮৬৬.০০ টাকা ১১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৭ মে ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আকাঙ্খা- হাইল্যান্ড পার্ক ব্রাঞ্চ** নিকট বকেয়া **২১,৮৩,৮৬৬.০০ টাকা ১১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩ই, চতুর্থ তলে, টাইলস মেঝে সহ কার্পেট এরিয়া ৪২১ বর্গফুট কমবেশি এবং বিক্রয়যোগ্য ৬৭০ বর্গফুট কমবেশি, ব্লক নং ৩, বসবাসের কমপ্লেক্স/প্রকল্প 'ম্যাগনোলিয়া স্পোর্টস সিটি' এবং ১ ঢাকা কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি সংশ্লিষ্ট বসবাসের **'ম্যাগনোলিয়া স্পোর্টস সিটি'** কমপ্লেক্স/প্রকল্প মধ্যে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ, অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট চাতালের অন্যান্য সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত সংশ্লিষ্ট ভবন/প্রকল্প/ তপশিল সম্পত্তি নির্মিত হাউসিং কমপ্লেক্স পরিমাণ ২৭.৫ বিঘা কমবেশি সমান সমান ৯০৯ ডেসিমেল কমবেশি জেএল নং ১০৯ (পূর্বতন জেএল নং ০৯ মৌজা : জাফরপুর এলআর খতিয়ান নং ৪৬১২ এবং ৪৬১৩(পূর্বতন নথিভুক্ত এলআর খতিয়ান নং ৩৫২৬) আরএস দাগ নং ৬০২,৬০৬,৬০৭, ৬২৩, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, এবং ৭৮৬ , এলআর দাগ নং ১৫০৭, ১৫০৮, ১৫০৯, ১৫১০, ১৫১১, ১৫১২, ১৫২৮, ১৫৪৫, ১৫৪৬, ১৫৫০, ১৫৫১, ১৫৬০, ১৫৬১, ১৫৬৩, ১৫৬৪, ১৫৬৫, ১৫৬৬, ১৫৮১, ১৫৮২, ১৫৮৩, ১৫৮৪, ১৫৮৫ মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো: এবং থানা : টিটাগড়, জেলা : উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০১২৩। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৯০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ১০২৫৩৯ থেকে ১০২৫৮৬, দলিল নং ১৯০৩০২৭২১-২০২৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-৩,কলকাতায়।
সম্পত্তি শ্রী বিশ্বজিৎ বোস এবং শ্রীমতি সর্বাণী বোস এর নামে,
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : মৌজা বাবানপুর, **দক্ষিণে :** অন্যান্য দাগ নং, **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ৭৮৩, **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৬০১।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৭.০৫.২০২৪, স্থান - রাজারহাট
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই আরএসিপিসি-তথা-এসএআরসি হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল - sbi.10263@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

LOAN ACCT-30712011400 (HBL)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৯.১২.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি রীতা চ্যাটার্জি সাকিন ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭ শরৎ চ্যাটার্জি রোড, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২ এবং শ্রী পার্থ চ্যাটার্জি ঠিকানা ১০/২, হৃদয় কৃষ্ণ ব্যানার্জি, ফার্স্ট বাই লেন, ওয়ার্ড নং - ২১, ব্যাঁটরা, হাওড়া - ৭১১১০১** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৮,৭৬,৮৪০ টাকা (আট লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশ চল্লিশ টাকা) টাকা ১৯.১২.২০২৩ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ মে ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া** নিকট বকেয়া **৮,৭৬,৮৪০ টাকা (আট লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশ চল্লিশ টাকা) টাকা ১৯.১২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মকরারি মৌরাশি বাস্তু পরিমাণ কমবেশি ৬ কাঠা ৭ ছটাক ২৬ বর্গফুট সকলের ব্যবহারের চলার পথ সহ তদস্থিত জি-৩ তলা ভবন এবং অন্যান্য অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দখল এবং পরিষেবা পুরসভা হোল্ডিং নং ৭০৫-৭০৬-৭০৭, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, থানা: শিবপুর, জেলা : হাওড়া, চৌহদ্দি নিম্নরূপ :
উত্তরে : ভোলা নাথ ব্যানার্জির ভবন, **দক্ষিণে :** হোল্ডিং নং ৭০৩, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, **পূর্বে :** হোল্ডিং নং ৭০৫/১, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, **পশ্চিমে :** হোল্ডিং নং ৭০৮, শরৎ চ্যাটার্জি রোড।

ফ্ল্যাটের বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৮ (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) এরিয়া ৮০০ বর্গফুট ১৫ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ দুই বেড রুম,দুই টয়লেট, এক ডাইনিং, কিচেন সহ এবং এক ব্যালকনি এবং সকলের ব্যবহারের অধিকার সহ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ৩য়তলে, এইচ এম সি ওয়ার্ড নং ৩৩, পুরসভা হোল্ডিং নং ৭০৫-৭০৬-৭০৭, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ, **চৌহদ্দি : উত্তরে** : সিঁড়ি, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** পি কে দে'র ফ্ল্যাট নং ৯, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।
সম্পত্তি শ্রীমতি রীতা চ্যাটার্জির নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০২৪৩১-২০০৯, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১০, পৃষ্ঠা ৭৪৯ থেকে ৭৭৪, জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া, অফিস ডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৮.০৫.২০২৪
স্থান - হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — শাখা - স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৬.০৬.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ''আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।''

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ০৬.০৬.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৩,৪৪,৮৬০.৪৯ টাকা (তেইশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার আটশ ষাট টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) ২৬.০৫.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা : **শ্রী অরুণাভ দেওয়ান,** অলোকানন্দ কমপ্লেক্স, ওয়ার্ড নং ৬, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি, নস্করপাড়া বোয়ালিয়া, পোস্ট - গরিয়া, থানা - সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০০৮৪ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **২৮,৪৩, ০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২,৮৪,৩০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১২, পরিমাণ আনুমানিক ৮৮৫ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩য়তলে, ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ব্যালকনি, ১ ডব্লু সি পশ্চিম দিকে, টাইলসের মেঝে সমন্বিত , ব্লক -এ, অলোকানন্দ কমপ্লেক্স নির্মিত মোট জমির পরিমাণ এরিয়া ৫৮ ডেসিমেল, কমবেশি , আরএস দাগ নং ১০৯২ এবং ১০৯৩, এলআর নং ১১২১ এবং ১১২২, অবস্থিত এলআর খতিয়ান নং ৪০১৫, ৪০১৬, ৪০১৭, ১২৮, ৩২৬৫, ১৯৮৮, এবং ২০০৩, মৌজা : কন্দর্পপুর, বোয়ালিয়া, তৌজি নং ২৭৯, জেএল নং ৪৯, ওয়ার্ড নং ৬, রাজপুর -সোনারপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ১৪৩৯ (নস্করপাড়া বোয়ালিয়া), পো : গড়িয়া, থানা : সোনারপুর,কলকাতা : ৭০০০৮৪, এডিএসআরও গড়িয়া অধিক্ষেত্রে (পূর্বতন সোনারপুর),জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস আলিপুর, জেলা :দক্ষিণ ২৪ পরগনা। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬২৯-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৬৯১০৮ থেকে ১৬৯২০০, দলিল নং ১৬২৯০৫৫২৪-২০১৮ সালের। সম্পত্তি শ্রী অরুণাভ দেওয়ান, পিতা প্রয়াত শচীন্দ্র নাথ দেওয়ান এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ২২ ফুট পুরসভা সড়ক, (বোয়ালিয়া মেন রোড), দক্ষিণে : জমি আরএস দাগ নং ১১১২ এবং ১১১৪, পূর্বে : জমি আরএস দাগ নং ১০৮৯, ১০৯২(অংশ) এবং ১০৯১, ১০৯০, পশ্চিমে : জমি আরএস দাগ নং ১০৯৪ এবং ১০৯৫, ১০৯২(অংশ), ১০৯৩ (অংশ)।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ৩০.০৫.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19585/KK, যোগাযোগ নং : ৮০০১১৯৩২৫৪

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ২০.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আরামবাগে শান্তিপূর্ণ ভোটের আর্জি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের ভোটকর্মীরা শান্তিপূর্ণ ভোটের আবেদন জানালেন। বিগত নির্বাচনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা এই আবেদন বা দাবি তোলেন নির্বাচন কমিশনের কাছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একজন ভোটকর্মী বলেন, 'আমরা চাই শান্তিপূর্ণ ভোট। এর আগে চারবার এই লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় ভোট করাতে গিয়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার হন।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই ভোটকর্মীর দাবি, ভয়ংকর সন্ত্রাসপ্রবণ লোকসভা কেন্দ্র হল আরামবাগ। এই কেন্দ্রের প্রতিটি বুথকে স্পর্শকাতর বলে ঘোষণা করা উচিত। যদিও বিরোধীরাও একই অভিযোগ তোলে। তবে নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে তৎপরতার সঙ্গে কাজ শুরু করে।

কয়েক মাস ধরেই এই লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ শুরু হয়। জানা গিয়েছে, এই লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে আরামবাগ মহকুমার ছ'টি ব্লকই রাজনৈতিক উত্তেজনাপ্রবণ। বিগত নির্বাচনগুলিতে বোমাবাজি থেকে শুরু করে গুলি পর্যন্ত চলেছিল এবং বহু মানুষ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। তাই ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে নির্বাচন কমিশন বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে। প্রতিটি বুথে জওয়ান মোতায়ন করা হয়। হুগলি গ্রামীণ এলাকায় ১৭১ কোম্পানি সিআরপিএফ এবং বেঙ্গল পুলিশ ৬২৪৭ জন মোতায়েন করা হয়।

প্রসঙ্গত, সোমবার পঞ্চম দফায় এই কেন্দ্রে ১০ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হতে চলেছে। ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে পাঁচ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নির্দলে। তৃণমূল, কংগ্রেস ও সিপিএম জোট, বিজেপি, এসইউসিআই, বহুজন সমাজপার্টির প্রার্থীরা মূলত দলীয় প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সকাল থেকেই দেখা গেল বুথে যাওয়ার আগে ভোটকর্মীদের তৎপরতা। এদিন সকাল থেকেই ডিসিআরসি সেন্টারে ছিল চরম ব্যস্ততার ছবি। এই কেন্দ্রের মধ্যে চারটিডিসিআরসি তৈরি করা হয়। এদিন সকাল ৭ টা থেকে বুথে বুথে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট পাঠানো শুরু হয়।

এই বিষয়ে আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ে ডিসিআরসি কেন্দ্রে আসা প্রথমবার ভোটের ডিউটিতে আসা ভোটকর্মী প্রদীপ পাত্রের কথায়, 'এই প্রথমবার ভোটের ডিউটি পড়েছে। তবে দুশ্চিন্তা করছি না। গরমটা একটু চিন্তার কারণ। আমরা চাই ভোটে যেন হিংসা না হয়। আশা করছি শান্তিপূর্ণ ভোট হবে।' ভোটকর্মী শ্রীকান্ত সামন্ত বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। শান্তিপূর্ণ ভোট হবে বলে আমরা আশাবাদী। তবে এই প্রচণ্ড গরম একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে। এখনও পর্যন্ত উৎসবের মেজাজে কাটছে।' ডিসিআরসি কেন্দ্রে কর্তব্যরত ভোটকর্মী অষ্ট কুমার খামরুই বলেন, 'তৎপরতার সঙ্গে কাজ হচ্ছে। সকাল থেকেই কাজ হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কোনও অসুবিধা নেই।' সবমিলিয়ে এখন দেখার ভোটকর্মীদের আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা কাটিয়ে প্রশাসন কতটা শান্তিপূর্ণ ভোট পরিচালনা করতে পারে।

শ্রীরামপুরে দুই ফুলের পাশে টক্কর দিতে প্রস্তুত বামেরা!

বনস্পতি দে ● শ্রীরামপুর

কখনও সিপিএম। কখনও কংগ্রেস। ১৯৫১ সালের প্রথম লোকসভা নির্বাচন থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এই দু' দলের দখলেই ছিল শ্রীরামপুর। ১৯৯৮ সালে প্রথমবার এখানে ফোটে ঘাসফুল। তৃণমূলের টিকিটে সাংসদ হন আকবর আলি খন্দকার। ২০০৪ সালে শ্রীরামপুরে ফের ওড়ে লাল পতাকা। তবে ২০০৯ সাল থেকে এই কেন্দ্র রাজ্যের শাসকদলের দখলে। একুশের নির্বাচনে এই কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা আসনেই জেতে তৃণমূল। তবে টক্কর দিয়েছিল বিজেপি। চব্বিশের নির্বাচনে দুই ফুলের পাশে জোরকদমে প্রচারে নেমেছে বামেরা। ফল কী হবে, তা জানা যাবে ৪ জুন। তার আগে জেনে নেওয়া যাক, কার পায়ে কত জমি।

শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভা। কেন্দ্রগুলি হল জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড়, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি, চণ্ডীতলা, জঙ্গিপাড়া। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচন অনুযায়ী এই কেন্দ্রের মোট ভোটার ১৭,৮৩,৯৮৬। ২০১১ জনগণনা অনুযায়ী, তফসিলি জাতি ভোটার ১৫.৭ শতাংশ। তফসিলি উপজাতি ভোটার ১ শতাংশ। সংখ্যালঘু ভোটার ১৯.১ শতাংশ। গ্রামীণ ভোটার ২৬.৮ শতাংশ। শহুরে ভোটার ৭৩.২ শতাংশ। ২০০৯ সাল থেকে শ্রীরামপুরের সাংসদ তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উনিশের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে মূলত লড়াই হয়েছিল বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে। সিপিএম প্রার্থী তৃতীয় স্থানে থাকলেও দুই ফুলের প্রার্থীর চেয়ে অনেকটাই পিছনে ছিলেন। প্রায় ৯৯ হাজার ভোটে জিতেছিল তৃণমূল। চব্বিশের নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণকে জেতানোর আবেদন করে বলেন, 'আমি চাই, আপনারা কল্যাণকে আবার জয়ী করুন। ও সংসদে একাই একশো।' জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বিজেপি, সিপিএম-ও।

রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, চব্বিশের নির্বাচনে দুই ফুলের মধ্যে জোর টক্কর হতে চলেছে। লড়াই দিতে প্রস্তুত বামেরাও। উনিশের লোকসভা এবং একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বিধানসভা কেন্দ্র অনুযায়ী কোন দল কত ভোট পেয়েছিল?

নির্বাচন	বিধানসভা কেন্দ্র	সিপিএম	বিজেপি	তৃণমূল
২০১৯	জগৎবল্লভপুর	১৮,৪৪৯	৮৮,৬৪১	১,০০,৫৭১
২০২১	জগৎবল্লভপুর	প্রার্থী দেয়নি	৮৭,৩৬৬	১,১৬,৫৬২
২০১৯	ডোমজুড়	২১,৬৭৪	৭০,৩৭৭	১,২৫,৪১০
২০২১	ডোমজুড়	২২,৭৬৮	৮৭,৮৭৯	১,৩০,৪৯৯
২০১৯	উত্তরপাড়া	৩৪,২২৩	৭১,৯৪৭	৭৫,৪৩৮
২০২১	উত্তরপাড়া	৪২,৭১৮	৫৭,৮৮৯	৯৩,৮৭৮
২০১৯	শ্রীরামপুর	১৯,২২৩	৭৫,৩২৬	৭২,৮২৩
২০২১	শ্রীরামপুর	১৯,৪০১ (কংগ্রেস)	৬৯,৫৮৮	৯৩,০২১
২০১৯	চাঁপদানি	১৯,২৯২	৭৯,০৭১	৮০,৯৩০
২০২১	চাঁপদানি	২৩,২৭২ (কংগ্রেস)	৭০,৮৯৪	১,০০,৯৭২
২০১৯	চণ্ডীতলা	২৪,৮৯২	৭০,৮৮৫	৮৮,১০১
২০২১	চণ্ডীতলা	৩৭,১৬১	৬১,৭৭১	১,০৩,১১৮
২০১৯	জাঙ্গিপাড়া	১৪,২৯৭	৮২,০২৬	৯৩,৯৫৮
২০২১	জাঙ্গিপাড়া	প্রার্থী দেয়নি	৮৩,৯৫৯	১,০১,৮৮৫

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে কোন আসনে কে জিতেছিলেন? একুশের নির্বাচনে এই কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভা আসনেই জয়ী হয় তৃণমূল। জগৎবল্লভপুরে জেতেন তৃণমূলের সীতানাথ ঘোষ। ডোমজুড়ে জয়ী হন ঘাসফুল প্রার্থী কল্যাণ ঘোষ। উত্তরপাড়ায় জেতেন তৃণমূল প্রার্থী কাঞ্চন মল্লিক। শ্রীরামপুরে জয়ী হন তৃণমূলের সুদীপ্ত রায়। চাঁপদানিতে জেতেন তৃণমূল প্রার্থী অরিন্দম গুঁই ওরফে বুবাই। চণ্ডীতলায় জয়ী হন ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থী স্বাতী খন্দকার এবং জাঙ্গিপাড়ায় জয়ী হন তৃণমূলের স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৩৯ শতাংশ ভোট। তৃণমূল ৪৬.২ শতাংশ এবং সিপিএম ১১ শতাংশ ভোট পায়। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পায় ৩৪.৮ শতাংশ ভোট। তৃণমূল ৪৯.৫ শতাংশ এবং সিপিএম ৬.৯ শতাংশ ভোট পায়। চব্বিশের নির্বাচনে প্রার্থী কারা? পরপর তিনবারের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল। বিজেপির টিকিটে দাঁড়িয়েছেন কবীরশঙ্কর বসু। তিনি কল্যাণের প্রাক্তন জামাই। সিপিএমের প্রার্থী দীপ্সিতা ধর।

গণতন্ত্রের উৎসব ভোটদানের জৌলুস হারাচ্ছে আরামবাগে!

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচন হয়। তৎকালীন সময়ে যে কটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল সেখানে তারা ভারত স্বাধীন হওয়ার একটা আনন্দঘন অনুভূতি নিয়ে অংশ নিয়েছিল। সারা ভারতবর্ষজুড়ে একটা উৎসব চলেছিল। তারপর সেই রেশ প্রায় নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া রক্তপাতহীন নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের পর থেকেই গণতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসবের জৌলুস হারিয়ে গিয়েছে বলে দাবি।

ভোট মানেই ভয়, আতঙ্ক ও মারপিট। উৎসবের আমেজকে গ্রাস করেছে আতঙ্ক। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলার আরামবাগ মহকুমার বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ যেন একটু বেশিই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পযন্ত সাধারণ মানুষ এই বিষাক্ত রাজনীতির শিকার। শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে খুন হতে হয়েছে অসংখ্য সাধারণ মানুষকে। ভোটের কথা শুনলেই আরামবাগের সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কবে এই ভোট কাটবে সেই দিন গোনা শুরু হয়ে যায় সাধারণ মানুষের।

এর একটা বড় কারণ হল ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মারামারি থেকে শুরু করে বোমাবাজি, খুন, বাড়িতে আগুন ধরানো, গাছে বেঁধে প্রহার ও রাতের অন্ধকারে গুলি চালিয়ে হত্যা। আর এই ঘটনা থেকেই মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আরামবাগের মানুষ ভোট এলেই ঘরবন্দি হয়ে পড়ছেন। এই বিষয়ে আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ তথা অভিজ্ঞ ও দক্ষ সাংবাদিক দেবাসিশ শেঠ জানান, আগেকার দিনে রাজনীতি যাঁরা করতেন, তাঁরা উচ্চ শিক্ষিত ও সংবিধানকে মেনে রাজনীতি করতেন। সত্যিকারের সমাজ করার জন্য আসতেন। প্রফুল্ল সেন স্কটিশচার্চ কলেজে বিএসসি পাশ করে বিলেত যাবেন সেই সময় গান্ধিজির ডাকে রাজনীতি করতে আসেন। সেই সব মানবিক মানুষ আর নেই। আজকের দিনে রাজনৈতিক নেতাদের ভাষার মধ্যেই সন্ত্রাস ঢুকে গিয়েছে। সৌজন্যের অভাব থেকে হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। আর এ থেকেই তাঁদের অনুসারীদের প্রভাবিত করছে। তাছাড়া মানুষ ভালোবেসে ভোট দেবে এই আশা না করে ভোট আদায় করতে হবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক নেতারা। আর এ থেকেই বাংলার বুকে জন্ম নিয়েছে হিংসার রাজনীতি।

অন্যদিকে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মানুষ বিভ্রাংশু দত্ত জানান, বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া ও পরিবেশ বদলে গিয়েছে। আগে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মী ও নেতারা ভোটের দিন একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে আনন্দ করতেন। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে মেনে নিতেন। এখন ক্ষমতার লোভ গ্রাস করেছে। আরামবাগের বুকে তাই ভোট এলেই আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আরামবাগের এই রাজনৈতিক হানাহানি বন্ধ করতে প্রতিটি নাগরিককে দায়িত্ব নিতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের আরও বেশি করে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা তাদের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। সবমিলিয়ে বাংলার রাজনীতিতে কবে আবার শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে সেই দিকে তাকিয়ে আপামর বাঙালি।

বাড়িতে ভোটাধিকার প্রয়োগ প্রবীণদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নাম উজির আলি খান। নিবাস উদয়কৃষ্ণপুর। বয়স ১০০ বছর। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর লোকসভার অন্তর্গত খণ্ডঘোষ বিধানসভা এলাকার শতবর্ষ পার করা ভোটার তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন রবিবার বাড়িতে বসে। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম নির্দেশ মেনে বাড়িতে ভোট দিলেন সস্ত্রীক উজির আলি খান। ৮৭ বছর বয়সি তাঁর স্ত্রীও ভোট দিলেন এদিন। কড়া নিরাপত্তায় ভোটগ্রহণ পর্ব হয় এদিন। কমিশনের কর্মীরা সমস্ত নথি নিয়ে হাজির হন বাড়িতে। তারপর সমস্ত নিয়ম মেনেই ভোটগ্রহণ হয়। বাড়িতে বসে ভোট দিতে পেরে খুশি প্রবীণ

নাগরিক সহ পরিবারের সদস্যরা। কমিশনের এই উদ্যোগে খুশি এলাকাবাসীরাও। জানা গিয়েছে, ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে পারবেন না যে সমস্ত প্রবীণ নাগরিকরা তাঁদের জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে কমিশন।

'অসমে হলে দশ মিনিটে শাহজাহানকে বুঝে নিতাম'

মন্তব্য হেমন্ত বিশ্বশর্মার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: অসমে হলে দশ মিনিটে শাহজাহানকে বুঝে নিতাম, আর কোনও শাহজাহান জন্ম নিত না মন্তব্য হেমন্ত বিশ্বশর্মার। পশ্চিমবঙ্গে তুষ্টিকরণের রাজনীতি চলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রমকে ধমকি দিচ্ছেন তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে একাধিক বিষয় তুলে ধরে কটাক্ষ করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি এও বলেন, 'আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে সন্দেশখালির শাহজাহানের মতো লোক তৈরি হচ্ছে, যদি অসমে এটা হত, তা হলে ১০ মিনিটে শাহজাহানকে বুঝে নিতাম। এমন ব্যবস্থা নিতাম আর কোনও শাহজাহান জন্ম নিত না।'

রবিবার বিকেলে বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের অশোকনগরের গুমা স্টেশন এলাকায়বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের হয়ে একটি জনসভায় অংশগ্রহণ করে এই ভাষাতেই আক্রমণ শানান হেমন্ত।

আবার ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড উখড়া বাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: গত বৃহস্পতিবার অণ্ডালের উখড়া বাজারের একটা বেসরকারি ব্যাংকের ছাদের ওপর ফেলে রাখা আবর্জনায় ভয়ঙ্কর আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ঘটনার ৩ দিন পার হতে না হতেই রবিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ উখড়া পঞ্চায়েত অফিসের একেবারে সামনেই একটা দোকানের ছাদের ওপর ফেলে রাখা আবর্জনাতে আগুন লক্ষ্য করেন ব্যবসায়ীরা। তীব্র গরমে তেতে আছে সবকিছুই, তাই আগুন খুব শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতা এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাজারের ব্যবসায়ী মহল তথা স্থানীয় পথচলতি মানুষজন। একেবারেই সামনে পঞ্চায়েত অফিস থাকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পঞ্চায়েত অফিসের কর্মীরাও। পঞ্চায়েত অফিসের ঠিক কাছেই একটা লেপ তোষক বানানোর দোকানের ছাদের ওপর ফেলে রাখা আবর্জনাতে কেউ বা কারা আগুন ধরিয়ে দেন বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যায়। ঘটনায় অলডাউন উখড়া রাস্তায় একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। হাজার মানুষ ভিড় জমান রাস্তার ওপর। দমকলের একটা ইঞ্জিন ও স্থানীয় মানুষদের প্রচেষ্টায় আগুন নেভানো হয়।

ঘটনার খবর শুনেই সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছন উখড়া পঞ্চায়েতের প্রধান ,উপপ্রধান সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। স্থানীয় বাসিন্দা সুরেশ সাউ অভিযোগ করেন, এই নিয়ে তিন তিনবার ঠিক এভাবেই আগুন লাগার ঘটনা ঘটল। যে ব্যক্তি দোকানের ওপর লেপ তোষকের তুলো ঝাঁড়ার কাজ করেন, এর আগেও এভাবে আগুন লাগার ঘটনায় আশপাশের বাড়িঘরেও আগুনের তীব্রতা পৌঁছেছিল বলে তিনি জানান। সুরেশবাবু জানান, লেপ তোষকের দোকানদার দোকান এখানে রাখুক কিন্তু গোডাউন অন্য জায়গায় করুন। নইলে যে কোনও দিন বড়সড় বিপদ ঘটতে পারে।

বকেয়ার দাবিতে কালনা-বর্ধমান রোড অবরোধ, বিক্ষোভে শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বকেয়া বেতনের দাবিতে কালনা-বর্ধমান রোড অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন কারখানা শ্রমিকরা। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি দু'নম্বর ব্লকের যাবুইডাঙা এলাকায়। অভিযোগ, যাবুইডাঙা এলাকায় কালনা বর্ধমান রোডের পার্শ্ববর্তী নিউ বিশ্বসেবা এন্টারপ্রাইজ কারখানাতে কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। বিগত মাসের বেতন তাঁরা পাননি। তাই তাঁরা পথ অবরোধে সামিল হয়েছিলেন।

ওই শ্রমিকরা জানিয়েছেন, মালিকদের মধ্যে কারখানার অংশ ভাগাভাগি হওয়ার কারণে তাঁরা কারখানা বন্ধ করে দিতে চাইছেন। তাই তাঁরা শ্রমিকদের মাইনে দিতে চাইছেন না। সেই কারণে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে কারখানার শ্রমিকদের। তাই বেতন আদায়ের জন্য তাঁরা কারখানার গেটে তালা দিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পরে ঘটনাস্থলে আসে মেমারি থানার পুলিশ। পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে। পাশাপাশি মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকপক্ষের কথা হয় পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়।

ত্রিপুরায় শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে সরকার বদল, পশ্চিমবাংলাতেও হবে মানিক সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাথরপ্রতিমা: ত্রিপুরায় শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে সরকার বদল হয়েছিল। পশ্চিমবাংলাতেও শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতেও বদল হবে সরকার। মানুষ বিজেপিকে ক্ষমতায় আনবে। রবিবার বিকেলে মথুরাপুরের বিজেপি প্রার্থী

অশোক পুরকাইতের সমর্থনে পাথরপ্রতিমার রামগঙ্গার জনসভা থেকে দাবি করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বাম আমলে ত্রিপুরায় ১০ হাজার শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি করা হয়েছিল। পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি বাতিল হয়েছিল। এবার পশ্চিমবাংলায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হওয়ার পথে। ত্রিপুরার সেই আভাস আমি পশ্চিমবঙ্গেও পাচ্ছি। এবার এখানে মানুষ বিজেপিকেই জেতাবে।' অন্যদিকে তৃণমূলকে বিঁধে তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূল সর্বভারতীয় তকমা রাখার জন্য ভোটের সময় ত্রিপুরাতে যায়। কিন্তু মানুষ আমাদের রাজ্য থেকে তৃণমূলকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভোট পেয়েছে ০.৮ শতাংশ।'

মানিকের সংযোজন, 'পরিবর্তন চেয়েছিল বাংলার মানুষ। এই তৃণমূল সরকারকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু তৃণমূল এখানে মাস্তানি, গুন্ডামি আর দুর্নীতি করেছে। বাংলার মানুষ আর এসব চাইছে না। এবাবের ১৮তম লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে জেতাবেন তাঁরা। এই নির্বাচন মোদির গ্যারান্টির নির্বাচন, হাজার বছরের দেশের দিশা দেখানোর নির্বাচন। বাংলার কেউ গুন্ডামি পছন্দ করে না। এখানে মন্ত্রী থেকে রুই কাতলা এত ইনকাম করেছে! নির্বাচনের কাউন্টিং শেষ হয় কিন্তু নেতার বাড়িতে অবৈধ টাকার নোট গুনে শেষ করা যায় না।'

বাংলার পুরাতন ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার ইতিহাস স্মরণ করিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজ বাংলার কী অবস্থা! আগে বাংলা বলতে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উঠে আসত। আর এখন শাহজাহান আর সিরাজের নাম শোনা যায়। অদ্ভুত অবস্থা এখানে। দুঃশাসনের কুশাসন চলছে বাংলায়। এখানে একশোর ওপর লোককে মারা হয়েছে। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে বাড়িতে। হাজার হাজার লোক অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের কোনও হেলদোল নেই।'

বিজেপির দলীয় কর্মী সমর্থকদের মনোবল বাড়াতে তিনি বলেন, 'আপনারা কোনও ভয় পাবেন না। মাথায় রাখুন আমাদের অভিভাবক নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, কোনও ভয় নেই। আপনারা বেরিয়ে আসুন। আওয়াজ তুলুন। বাংলায় তৃণমূল সরকারের বিদায় ঘণ্টা বেজে যাবে।' তবে এদিনের সভা থেকে তৃণমূলের থেকে বেশি বামেদেরকে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।

জীব বৈচিত্র্যে সচেতনতায় আঁকা প্রতিযোগিতা আত্রেয়ী নদীর ধারে

অমরজিৎ সিংহ রায়

বালুরঘাট: ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের মাহিনগর এলাকায় আত্রেয়ী নদীর ধারে এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। বালুরঘাটের পরিবেশপ্রেমী সংগঠন দিশারী সংকল্প এবং শিশু শিল্পায়ন নামে একটি আর্ট স্কুল যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, জীববৈচিত্র্য হল পৃথিবীর জীবনের জৈবিক বৈচিত্র্য এবং পরিবর্তনশীলতা। নানাবিধ কারণে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে দিন দিন উষ্ণায়ন বেড়েই চলেছে। তাই ছোট থেকেই যাতে পরিবেশ সম্পর্কে একটি সচেতনতাবোধ গড়ে ওঠে সেই লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি বলে জানা গিয়েছে। এদিন প্রায় ১৬০ জন শিশু, কিশোর কিশোরীরা অংশ নেয়। উপস্থিত ছিলেন দিশারী সংকল্পের সম্পাদক তুহিনশুভ্র মণ্ডল, সদস্য ত্রিদিব সরকার, শিশু শিল্পায়নের প্রশিক্ষক অসিত বর্মণ প্রমুখ।

আঁকার সঙ্গে সঙ্গে এদিন নদীর বর্তমান অবস্থা, জল ক্রমশ কমে যাওয়া, মানুষ ও পরিবেশকে ভালো রাখতে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব, সবুজ পৃথিবী গড়তে ছোটদের ও বড়দের কী ভূমিকা পালন করতে হবে সেসব বিষয়গুলি গানের মাধ্যমে তুলে ধরেন তুহিনশুভ্র মণ্ডল। দেশী ফুল ও ফলের গাছ লাগানো, গাছ বাঁচানো, জল রক্ষা করা, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ পরিহার করা, নদীকে ভালো রাখার কথায় শিশু, কিশোর, কিশোরীদের সঙ্গে অভিভাবক -অভিভাবিকারাও সহমত পোষণ করেন।

স্বর্ণালী, অনুষ্কা, প্রীতম, সৌম্যদীপরা গাছ, মাছ, ফুল, পাখিদের ছবি এঁকে মহা খুশি। প্রশিক্ষক অসিত বর্মণ বলেন, 'দিশারী সংকল্পের প্রস্তাব পেয়েই আমরা এই আয়োজন করি। গতবারের থেকে এবার আরও বেশি সাড়া পেয়েছি। আগামীতেও এমন কাজ করব।' সম্পাদক তুহিনশুভ্র মণ্ডল, সদস্য ত্রিদিব সরকার বলেন, 'সামনেই আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস। তার প্রাক্কালে শিশু, কিশোর কিশোরীদের সবুজ মিত্র হিসাবে গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ।'

মডেল ভোটকেন্দ্র সাজাতে ছবি আঁকল হবু ভোটাররা

মনোজ চক্রবর্তী ● বাগনান

লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফায় হাওড়া দু'টি লোকসভার ভোট হচ্ছে। হাওড়া লোকসভা এবং উলুবেড়িয়া লোকসভা। এই দুই লোকসভায় মোট ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষেরও বেশি। হাওড়া জেলায় মহিলা পরিচালিত অন্যতম ভোটকেন্দ্র বাগনানের আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়। এই ভোটকেন্দ্রটি মডেল কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রশাসনের তাই এই ভোটকেন্দ্রটিকে নিয়ে চরম ব্যস্ততা দেখা গিয়েছে রবিবার রাত পর্যন্ত।

প্রসঙ্গত, চতুর্থ দফার ভোটে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের একটি ভোটকেন্দ্রের ছবি রীতিমতো গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে উৎসাহিত করেছে। নয়নাভিরাম ওই ভোটকেন্দ্রের সাজসজ্জা গণতন্ত্রের পূজারীদের কাছে এবারের নির্বাচনে বিশেষ পাওনা বলে মনে করছেন সকলেই। এবার মডেল ভোটকেন্দ্রকে নিজেদের মনের রঙের সঙ্গে জল ও মোম রঙ মিশিয়ে সাজিয়ে তোলার জন্য এগিয়ে এল হবু ভোটাররা। ভোটকেন্দ্রকে নিজেদের আঁকা ভোটের ছবি দিয়ে সাজিয়ে তুলল। ভোটের দিনে বুথগুলিতে যে ধরনের ছবি দেখা যায় এবং ভোটের বিভিন্ন অংশের ছবি তুলে ধরল পেন্সিল, রাবার, রং দিয়ে। আর হবু ভোটারদের নিজে থেকে এই উদ্যোগে সাধুবাদ জানালেন প্রশাসনিক কর্তারা।

জানা গিয়েছে, ওদের কারও বয়স ১০, কারও ১২ কারও ১৪। ওরা এতদিন ভোটের কথা শুনেছে। কেউ কেউ ভোট কী তাও জেনেছে। ভোটের দিনগুলোতে টিভির পর্দায় চোখ রেখেছে। কিন্তু দেশের ভোটের একটা ছবি ওদের মনের মধ্যে গাঁথা রয়েছে। আর সেই ছবিগুলোকেই ওরা ফুটিয়ে তুলল পেন পেন্সিল রং তুলি দিয়ে। বাগনান ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ওই হবু ভোটারদের দের আঁকা ছবি ভোট কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। বিষয়টি নিয়ে অঙ্কন প্রশিক্ষক সৈকত খাঁড়া জানান, যখন ওরা ভোটের জন্য কিছু করবে বলে জানিয়েছিল তখন ওদের জানানো হয়েছিল বিষয় হবে ভোট চিত্র। সেইমতো ওরা ছবি এঁকে ব্লক প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছে। দেশের গণতান্ত্রিক উৎসবে হবু ভোটারদের এহেন উদ্যোগ নজির তৈরি করেছে।

ফারুক আবদুল্লার সভায় ছুরি হাতে তাণ্ডব আততায়ীর

জখম তিন

শ্রীনগর, ১৯ মে: ভোটের কাশ্মীরে ছুরি হাতে তাণ্ডব আততায়ীর। ফারুক আবদুল্লার সভায় হামলা চালাল অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ী। ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের তিন কর্মী। রবিবার পুঞ্চের একটি জনসভা চলাকালী ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, পুঞ্চের মেন্ধার এলাকায় রবিবার একটি বড়সড় জনসভার আয়োজন করেছিল ন্যাশনাল কনফারেন্স। পাশাপাশি রোড শোও হওয়ার কথা ছিল। অনন্তনাগ-রাজৌরি কেন্দ্রের প্রার্থী মিয়াঁ আলতাফ রাজৌরির সমর্থনে ওই জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা। তার পরে শুরু হয় রোড শো। সেখানেই ছুরি হাতে হামলা চালায় আততায়ী।

রোড শোয়ে থাকা ন্যাশনাল কনফারেন্সের তিন যুবকর্মী আহত হয়েছেন বলে খবর। মেন্ধারের উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তিন কর্মীকে। সেখানে চিকিৎসার সময়ে দুজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। দ্রুত রাজৌরির মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলেই সূত্রের খবর।

নিরাপত্তার বড়সড় গলদ হিসাবেই গোটা বিষয়টিকে দেখছে ন্যাশনাল কনফারেন্স। প্রাক্তন বিধায়ক জাভেদ রানা বলেন, 'এমনই নিরাপত্তা ছিল যে আমাদের যুবকর্মীরা জখম হলেন। হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে পুলিশকে।' প্রসঙ্গত, গত ৭ মে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল অনন্তনাগ ও রাজৌরি লোকসভা কেন্দ্রে। কিন্তু ৫টি রাজনৈতিক দল ও তিনজন নির্দল প্রার্থীর তরফে ভোট পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। সেই দাবি মেনে ২৫ মে ভোট পিছিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন।

প্রয়াগরাজে রাহুল-অখিলেশের সভার ব্যারিকেড ভাঙল ভিড়ের চাপে

প্রয়াগরাজ, ১৯ মে: প্রয়াগরাজে ইন্ডিয়া জোটের জনসভায় তুলকালাম কাণ্ড। বেসামাল ভিড়ের চাপে ভাঙল একের পর এক ব্যারিকেড। সভামঞ্চের একেবারে সামনে চলে এল উৎসাহী জনতা। কিছুক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ আকার নেয় যে, বাধ্য হয়ে সভা না করেই ফিরতে হল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ও সপা প্রধান অখিলেশ যাদবকে।

রবিবার প্রয়াগরাজের ফুলপুর লোকসভা কেন্দ্রে রাহুল গান্ধি ও অখিলেশ যাদবের নেতৃত্বে জনসভা ছিল ইন্ডিয়া জোটের। তাঁরা হেলিকপ্টারে সেখানে পৌঁছতেই ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এর পর হেলিকপ্টার থেকে দুই নেতা মঞ্চে পৌঁছলে পরিস্থিতি আরও খারাপ আকার নেয়। ব্যারিকেড ভেঙে মঞ্চের একেবারে সামনে চলে আসে ভিড়। পরিস্থিতি সামাল দিতে এরপর বাধ্য হয়ে লাঠি চার্জ করে পুলিশ। তাতে অবস্থা আরও খারাপ হয়। ভিড়ের চাপে ভাঙতে থাকে আশপাশের একের পর এক ব্যারিকেড। ভিড়ের চাপে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয় মঞ্চের সামনে থাকা সাংবাদিকদের। আহত হন একাধিক সাংবাদিক। ভেঙে যায় বহু ক্যামেরা।

পরিস্থিতি সামাল দিতে এর পর মাঠে নামতে হয় রাহুল গান্ধি ও অখিলেশ যাদবের নিরাপত্তারক্ষীদের। ভিড়ের চাপে আহত হন বেশ কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীও। পরিস্থিতি খারাপ দিকে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মঞ্চ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন দুই ভিভিআইপি নেতা। এর পর নিরাপত্তারক্ষী ও স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় মঞ্চ ছেড়ে কোনও মতে হেলিকপ্টার পর্যন্ত পৌঁছন রাহুল ও অখিলেশ। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে ভিভিআইপি দুই নেতৃত্বের সভার নিরাপত্তা নিয়ে।

এদিকে এই ঘটনায় সরাসরি বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিরোধী শিবির। সমাজবাদী পার্টির এমএলসি মান সিং যাদব বলেন, জনসভায় প্রবল ভিড় হবে বুঝতে পেরেই বিজেপির নির্দেশে ইচ্ছাকৃতভাবে সভায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি প্রশাসন। যার জেরেই পরিস্থিতি এত খারাপ আকার নেয়। পাশাপাশি ওই জনসভার ব্যাপক ভিড়ের ছবি এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হয়েছে সমাজবাদী পার্টির তরফে। তবে একদিকে এই বেসামাল ভিড় যেমন আশঙ্কা বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত প্রয়াগরাজের মতো এলাকায় এই ভিড় আশার আলো দেখাচ্ছে ইন্ডিয়াকে।

১২ যাত্রীকে নিয়ে নৌকো উল্টে গেল বিহারের গঙ্গায়

চলছে উদ্ধারকাজ

পাটনা, ১৯ মে: ১২ জন যাত্রীকে নিয়ে নৌকো উল্টে গেল গঙ্গায়। যাত্রী ছাড়াও ওই নৌকোয় প্রচুর সব্জি ছিল বলে খবর। যে কারণে নৌকোর ভার বেড়ে গিয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকে দু'জন নিখোঁজ। বাকিরা সাঁতার কেটে কোনও রকমে ডাঙায় উঠে এসেছেন বলে শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, যাঁরা নৌকোয় চেপেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই পেশায় সব্জিবিক্রেতা। মহাবীর টোলা ঘাটের কাছে যাঁরা রোজ সব্জি বিক্রি করেন, তাঁরাই ওই নৌকোয় করে দরিয়ার দিক থেকে ঘাটে যাচ্ছিলেন। মাঝ নদীতে নৌকোটি উল্টে যায়। সব সব্জি জলে পড়ে যায় এর ফলে। নৌকোর যাত্রীরা কোনওরকমে সাঁতরে ডাঙায় উঠেছেন। দু'জন গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রবিবার সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, যে সময়ে নৌকোটি উল্টেছে, সে সময়ে ঘাট থেকে তার দূরত্ব ছিল ২০ মিটারের কাছাকাছি। এই স্বল্প দূরত্বের কারণেই অনেকের প্রাণ বেঁচেছে। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে দ্রুত ডাঙায় উঠতে পেরেছেন তাঁরা। ঘটনার পর বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে খবর দেওয়া হয়। তারা উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। তবে এখনও নিখোঁজ দু'জনের সন্ধান মেলেনি।

অপারেশন ঝাড়ু চালাচ্ছে বিজেপি, তোপ কেজরির

নয়াদিল্লি, ১৯ মে: শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়েছিলেন, 'রবিবার আপ নেতা-কর্মীদের নিয়ে বিজেপির সদর দপ্তরে যাবেন। যাকে পারবেন গ্রেপ্তার করবেন। পারলে সমস্ত নেতাকে গ্রেপ্তার করুন।' ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই রবিবার রাজধানীতে উত্তেজনার সম্ভাবনা ছিল।

উল্লেখ্য, স্বাতী মালিওয়ালকে হেনস্তার অভিযোগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক বৈভব কুমারকে গ্রেপ্তারির পরে গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে আপের সংঘাত চরে উঠেছে। শনিবার এক্স হ্যান্ডেল একটি ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রীর নাম তুলে হুঁশিয়ারি দেন কেজরি। বলেন, 'পিএম মোদিজি, আপনি জেলের খেলা খেলছেন। একে একে মণীশ সিসোদিয়া, সঞ্জয় সিং, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জেলে ভরেছেন।'

এরপর পরিকল্পনা মতোই রবিবার বেলার দিকে বিজেপি সদর দপ্তরে পৌঁছন কেজরি এবং আপ নেতাকর্মীরা। তবে তৎপর ছিল দিল্লি পুলিশ। ফলে অশান্তি ছড়ায়নি। এদিকে সূত্রে খবর, রবিবার সব মিলিয়ে বিজেপির সদর দপ্তরের সামনে মিনিট ত্রিশেক ছিল আপের প্রতিবাদ কর্মসূচি। শুরুতে বেশ কিছু আপ কর্মী বিক্ষোভ দেখেন। কিছু আপ নেতা ও কর্মী পুলিশি ব্যারিকেড সত্ত্বেও বিজেপি অফিসের দিকে এগোতে চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে বিজেপি অফিসের সামনে পৌঁছন কেজরি-সহ বেশ কিছু প্রথম সারির আপ নেতা। তারা প্রশাসনের দেওয়া ব্যারিকেডের সামনে বসে পড়েন। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর আপ সদর দপ্তরে রওনা দেন সকলে।

তবে এরপর দলীয় দপ্তরে ফিরে বিস্ফোরক ভাষায় ভাষণ দেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'আপকে ঠেকাতে 'অপারেশন ঝাড়ু' চালাচ্ছে বিজেপি। উদ্দেশ্য হল যেভাবেই হোক আপ নেতাকর্মীদের জেলে ভরা। গ্রেপ্তার, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা এবং দলীয় দপ্তর বন্ধ করা, আপের বিরুদ্ধে এই তিন পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি।' একইসঙ্গে এও বলেন, 'বিজেপি এবং পিএম মোদি অপারেশন ঝাড়ু শুরু করেছে। যাতে করে আমাদের দল আরও বড় না হয়ে ওঠে, যাতে করে ওরা চ্যালেঞ্জের মুখে না পড়ে। অপরেশন ঝাড়ুর ব্যবহারে আপের শীর্ষ নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করা হবে। আগামী দিন একে একে তাঁদের গ্রেপ্তার করার ছক কষা হয়েছে। দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হবে।' সঙ্গে কেজরি এও দাবি করেন, 'ইতিমধ্যে ইডির আইনজীবীরা আদালতকে অবগত করেছেন যে নির্বাচনের পর আপের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হবে। তারা আরও জানিয়েছেন, এখন অ্যাকাউন্ট বন্ধ করলে নির্বাচনে সমবেদনা পাবে আপ। তাই ভোটের পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও আপের অফিস খালি করে আমাদের রাস্তায় আনা হবে।'

প্রথম সাঁতারের পোশাকে ফ্যাশন শো সৌদি আরবে

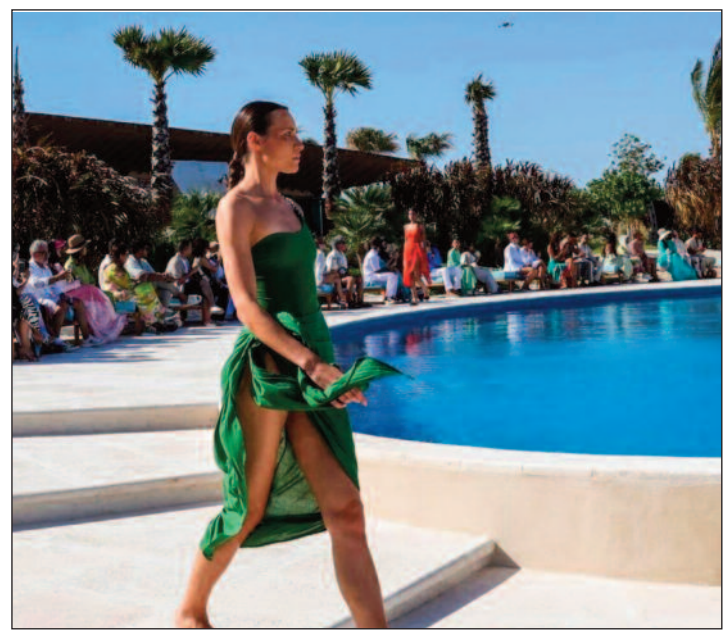

রিয়াদ, ১৯ মে: সৌদি আরবে প্রথমবার মহিলাদের সাঁতারের পোশাক পরে ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শুক্রবার সৌদি আরবে এই ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে 'রেড সি ফ্যাশন উইক' চলছে।

সৌদি আরবের পশ্চিম উপকূলের একটি দ্বীপে সেন্ট রেগিস রেড সি রিসোর্টে বড় একটি সুইমিংপুলের পাশে করা হয়েছিল এই আয়োজন। এই আয়োজনের দ্বিতীয় দিন, গত শুক্রবার মহিলাদের সাঁতারের পোশাক পরে ফ্যাশন শোর আয়োজন করা হয়েছিল। কিছু দিন আগে পর্যন্ত সৌদি আরবের মেয়েদের শরীর ঢাকা পোশাক পরতে হত। এখন দেশটি সংস্কার হচ্ছে ক্রমশ। অনেকের মতে, এই ফ্যাশন শো সেই সংস্কারের পথে দেশটির এক ধাপ এগিয়ে গেল।

মরক্কোর পোশাক ডিসাইনার ইয়াসমিনা কানজালের নকশা করা লাল, গোলাপি, সবুজ, কমলা, নীল, ধূসর সহ নানা রঙের সাঁতারের পোশাকে একে একে হাজির হন মডেলরা।এক সংবাদ সংস্থাকে ইয়াসমিনা কানজাল বলেন, 'এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা আরব বিশ্বকে প্রতিনিধিত্ব করা অভিজাত ও মার্জিত সাঁতারের পোশাক দেখাতে চেয়েছি।'

এই ফ্যাশন শোয়ে যুক্ত থাকতে পেরে নিজেকে বেশ 'গর্বিত' মনে হচ্ছে বলে দাবি করেন কানজাল। তিনি বলেন, 'এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সাঁতারের পোশাক পরে মডেলদের ফ্যাশন শোয়ে অংশ নেওয়া সৌদি আরবে প্রথম।' রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত সৌদি সমাজের খোলনলচে বদলে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছেন সৌদির যুবরাজ মহম্মদ বিন সালমান। এ জন্য সৌদি আরবে ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কার করে চলেছেন তিনি। এর অংশ হিসেবে মহিলাদের গাড়ি চালানো, পুরুষ অভিভাবক ছাড়া বাইরে যাওয়া সহ নানা অধিকার দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি এই সংস্কারের জন্য সৌদি আরবে খোলা হয়েছে সিনেমা হল। চলচ্চিত্র উৎসব, কনসার্ট আর ফ্যাশন শো আয়োজিত হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতা বজায় এবার সৌদি আরবের একটি অভিজাত রিসর্টে সাঁতারের পোশাক পরে মডেলদের ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হল।

মণিপুরে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারালেন ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা

আহত আরও দুই

ইম্ফল, ১৯ মে: এক বছর পার। তবুও শান্ত হচ্ছে না মণিপুর। আবারও রক্ত ঝরল উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্যে। শনিবার রাজধানী ইম্ফলের এক আবাসনের সামনে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর হামলায় প্রাণ হারান ঝাড়খণ্ডের এক বাসিন্দা। আহত আরও দু'জন।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাত ৮টায় ইম্ফল পশ্চিম জেলার নওরেমথং এলাকার এক আবাসনের সামনে হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম শ্রী রাম হাঁসদা (৪১)। ওই আবাসনেই ভাড়া থাকতেন রাম। সন্ধ্যায় আবাসনের সামনে আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু হয় তাঁর। গুলি লাগে ওই আবাসনের আরও দু'জনের। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের। কে বা কারা হামলা চালালেন, তা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারী অফিসারদের প্রাথমিক অনুমান, ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকেই এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত বছর ৩ মে থেকে গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত মণিপুর। কুকিদের হাত থেকে সংরক্ষিত অরণ্য পুনর্দখলের চেষ্টায় উত্তেজনার সূত্রপাত। পরে মেইতেইদের এসটি মর্যাদা দেওয়া প্রসঙ্গে হাইকোর্টের একটি নির্দেশকে কেন্দ্র করে ৩ মে জনজাতিদের ডাকা মিছিল থেকে সংঘর্ষ শুরু। আপাতত কুকি ও মেইতেই এলাকার মধ্যে সেতুবন্ধন করছেন মুসলিম পাঙ্গালরা। তবে দফায় দফায় চলা এই হিংসার ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২২০ ছুঁয়েছে। ঘরছাড়া এখনও প্রায় ৭০ হাজার মানুষ।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় ১৪০ শিক্ষার্থীকে দেশে ফেরাল পাকিস্তান

বিশকেক, ১৯ মে: কিরগিজস্তানে মিশরের কয়েকজন মেডিক্যাল শিক্ষার্থীর সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তির সংঘর্ষের জেরে বিদেশিদের ওপর হামলা শুরু হয়েছে। এতে কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরাও হামলার শিকার হয়েছেন বলে খবর। এই ঘটনার পর থেকে বাংলাদেশের অন্তত ৮০০ মেডিক্যাল শিক্ষার্থী নিরাপত্তাহীনতা আর অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে। বিদেশি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনার পর ১৪০ শিক্ষার্থীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়েছে পাকিস্তান।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩ মে বিশকেক শহরে স্থানীয় দু'-তিনজন বাসিন্দার সঙ্গে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত মিশরীয় কয়েকজনের সংঘর্ষ হয়। এরপর ১৬ মে রাত থেকে বিশকেক শহরে থাকা বিদেশিদের ওপর হামলা শুরু করেন স্থানীয় লোকজন। সেখানে থাকা বাংলাদেশি, পাকিস্তানি ও ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালানো হয়। বাড়িতে গিয়ে বিদেশিদের মারধর ও ভাঙচুর করা হয়েছে। এমনকি মেডিক্যাল কলেজগুলোর হস্টেলে ঢুকে পড়েছেন। সেখানে পাঠরত মহিলাদের ওপরও নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে। শহরজুড়ে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ঘটনার পর বিশকেকে অবস্থান করা পাকিস্তানি নাগরিকদের ঘর থেকে না বেরনোর হওয়ার অনুরোধ করা হয়। শনিবার পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, কিরগিজস্তান থেকে পাকিস্তানি শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি বিশেষ বিমান লাহোরের বিমানবন্দর অবতরণ করেছে। পাকিস্তানি নাগরিকদের দেশে ফেরাতে এই ধরনের আরও বিমান পরিচালনা করা হবে বলে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে। এই ঘটনার পর পাকিস্তানি শিক্ষার্থীদের সুস্থতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা তদারকি করতে অবিলম্বে তিনি এক মন্ত্রীকে বিশকেকে পাঠাচ্ছেন বলে জানান পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

রাফায় ইজরায়েলি হানায় অন্তত আট লাখ প্যালেস্তিনীয় পালিয়ে উদ্বাস্তু

গাজা, ১৯ মে: গাজার দক্ষিণের শহর রাফায় গত সপ্তাহ থেকে ইজরায়েলি সেনা জোরালো অভিযান শুরু করায় সেখান থেকে অন্তত আট লাখ প্যালেস্তিনীয় প্রাণে বাঁচতে পালিয়ে গিয়েছেন, বর্তমানে তাঁরা উদ্বাস্তু। এ তথ্য জানিয়েছে প্যালেস্তিনীয় শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ।

প্যালস্তিনীয়দের বারবার গৃহহারা হওয়ার জন্য শনিবার তীব্র সমালোচনা করেন ইউএনআরডব্লিউএর প্রধান ফিলিপ লাজারিনি। এক বিবৃতিতে ফিলিপ লাজারিনি জানান, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজায় প্যালেস্তিনীয়রা বারবার বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে তাঁরা বারবার পালাতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু কোথাও তাঁরা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ পাননি। এমনকি জাতিসংঘ পরিচালিত নানা আশ্রয়কেন্দ্রেও তাঁরা নিরাপদ ছিলেন না।

এদিকে শনিবার রাফা ছাড়াও গাজাজুড়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ইজরায়েলি হামলায় এদিন বহু প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তরফে শনিবার শুরুতেই বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় গাজায় ইজরায়েলি সেনার হামলায় ৮৩ জন মারা গিয়েছে। পরে জানা যায়, গাজার উত্তরাঞ্চলের কামাল আদওয়ান হাসপাতালে ৪০ জনের মরদেহ আনা হয়েছে। জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইজরায়েলি বোমা হামলায় তাঁরা মারা যান। অন্য একটি হামলায় কমপক্ষে ১৫ জন প্রাণ হারান।

গাজার ঐতিহাসিক আটটি শরণার্থী শিবিরের সবচেয়ে বড় জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দারা জানান, জাবালিয়ার কেন্দ্রস্থলে ইজরায়েলের বুলডোজার পৌঁছে গিয়েছে। পথে যে সব বাড়িঘর ও দোকানপাট পড়েছে, তা গুঁড়িয়ে দিয়েছে বুলডোজারগুলো। গাজায় হামলা শুরুর প্রথম দিকে জাবালিয়াকে যোদ্ধামুক্ত করার ঘোষণা করলেও, গত সপ্তাহে ইজরায়েল বাহিনীর তরফে জানানো হয়, গাজার যোদ্ধাদের সংগঠিত হতে না দিতে আবার জাবালিয়ায় অভিযান শুরু করছে তারা। গাজায় ইজরায়েলের এই হামলা শুরুর সাত মাস অতিক্রান্ত। এখনও পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় ৩৫ হাজারের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

অবশেষে ২০০ টপকে জিতল হায়দরাবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৮৭, ২৭৭, ২৬৬;এবারের মৌসুমে রেকর্ড ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তবে প্রদীপের নিচের আঁধারের মতো করে ছিল আরেকটি পরিসংখ্যান;এর আগে ৩ বার ২০০ বা এর বেশি রান তাড়া করতে নেমে প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছিল দলটি। আজ ঘরের মাঠে সে 'আক্ষেপ'ও ঘোচাল তারা। পাঞ্জাব কিংসের দেওয়া ২১৫ রানের লক্ষ্য ৪ উইকেট ও ৫ বল বাকি থাকতে পেরিয়ে গেছে প্যাট কামিন্সের দল। নিজেদের ইতিহাসেই মাত্র দ্বিতীয়বার ২০০ বা এর বেশি রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতল হায়দরাবাদ।

পাঞ্জাব বিদায় নিয়েছে আগেই, হায়দরাবাদেরও প্লে,অফ আগেই নিশ্চিত হয়েছে। আগের ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় শীর্ষ দুইয়ে থেকে লিগ পর্ব শেষ করার সমীকরণটাও হায়দরাবাদের হাতে ছিল না। তবে সে আশা টিকিয়ে রাখ তে জয় দরকার ছিল, হায়দরাবাদ সে কাজটি করে রাখল। এখন পরের ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে রাজস্থান রয়্যালসের হারের আশা করতে হবে তাদের। অবশ্য সে ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও নেট রান রেটের সৌজন্যে এগিয়ে থাকবে হায়দরাবাদই। রান তাড়ায় হায়দরাবাদের শুরুটা হয়েছিল বাজে, অশদীপ সিংয়ের করা ইনিংসের প্রথম বলেই বোল্ড ট্রাভিস হেড। এরপরও পাওয়ারপ্লে শেষে দলটির স্কোর ছিল এমন;৮৪/২! মৌসুমে প্রথম ৬ ওভারে এটি তাদের তৃতীয় সর্বোচ্চ স্কোর। সেটি এসেছে অভিষেক শর্মা ও রাহুল ত্রিপাঠির তৃতীয় উইকেটে ৩০ বলে ৭২ রানের জুটির সৌজন্যে।

পাওয়ারপ্লে শেষের আগেই রাহুল ফিরলেও নীতীশ কুমার রেড্ডিকে নিয়ে অভিষেক যোগ করেন ৩১ বলে ৫৭ রান। এরপর নীতীশের সঙ্গে হাইনরিখ ক্লাসেনের ২৩ বলে ৪৭ রানের আরেকটি জুটি মাঝের ওভারগুলোতেও রানের গতি ধরে রাখা নিশ্চিত করে। জয় থেকে ৭ রান দূরে ক্লাসেন থামেন ২৬ বলে ৪২ রানের ইনিংস খেলে, তবে হায়দরাবাদের জয় পেতে সমস্যা হয়নি কোনো এরপর।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা পাঞ্জাবের শুরুটা ঠিক হায়দরাবাদের মতো না হলেও বেশ ভালো ছিল। অথর্ব তাইড়ে ও প্রভসিমরান সিং এ মৌসুমে উদ্বোধনী জুটিতে পাঞ্জাবের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৭ রান তোলার পথে প্রথম ৬ ওভারে তোলেন ৬১ রান। প্রভসিমরান ১৫তম ওভারে আউট হওয়ার আগে খেলেন ৪৫ বলে ৭১ রান।

রাইলি রুশোর ২৪ বলে ৪৯ এবং এ ম্যাচে পাঞ্জাবের অধিনায়ক জিতেশ শর্মার ১৫ বলে ৩২ রানের ক্যামিওতে ২০০ পেরোয় পাঞ্জাব। এ মৌসুমে দ্বিতীয়বার ২০০ পেরোল দলটি। তবে শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট হলো না সেটিও।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাঞ্জাব কিংস ২০ ওভারে ২১৪/৫ (প্রভসিমরান ৭১, রুশো ৪৯, অথর্ব ৪৬, জিতেশ ৩২*; নটরাজন ২/৩৩, কামিন্স ১/৩৬, বিয়াসকান্ত ১/৩৭)

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ১৯.১ ওভারে ২১৫/৬ (অভিষেক ৬৬, ক্লাসেন ৪২, নীতীশ ৩৭, রাহুল ৩৩; অশদীপ ২/৩৭, হার্শাল ২/৪৯, শশান্ত ১/৫, হারপ্রীত ১/৩৬)

ফল হায়দরাবাদ ৪ উইকেটে জয়ী

কে কোথায় দাঁড়িয়ে

কলকাতা নাইট রাইডার্স
১৩ ম্যাচে ৯টি জয়, ১৯ পয়েন্ট

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
১৪ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৭পয়েন্ট

রাজস্থান রয়্যালস
১৩ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৬ পয়েন্ট

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
১৪ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

চেন্নাই সুপার কিংস
১৪ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

দিল্লি ক্যাপিটালস
১৪ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস
১৪ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

গুজরাট টাইটানস
১৪ ম্যাচে ৫টি জয়, ১২ পয়েন্ট

পঞ্জাব কিংস
১৩ ম্যাচে ৫টি জয়, ১০ পয়েন্ট

মুম্বই ইন্ডিয়ানস
১৪ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

স্টার স্পোর্টসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন রোহিত শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের ব্রডকাস্টিং চ্যানেল স্টার স্পোর্টসের বিরুদ্ধে গোপনীয়তা লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এমন চলতে থাকলে সমর্থক, ক্রিকেটার ও ক্রিকেটের মধ্যে আস্থার জায়গা ভেঙে পড়বে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্টার স্পোর্টসে প্রচারিত একটি ভিডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ে। তাতে রোহিতকে বলতে শোনা যায়, 'ভাই, অডিওটা বন্ধ করেন, এমন একটা অডিও আমাকে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে।' মুম্বাইয়ের সাবেক ব্যাটসম্যান ও এখ নকার কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে সে সময় কথা বলছিলেন রোহিত।

রোহিতের সে অনুরোধ যে রাখ া হয়নি, সেটি স্পষ্টই। এরপর আজ এক্সে এক পোস্টে রোহিত লেখেন, 'ক্রিকেটারদের জীবনটা এখন অনধিকার প্রবেশের জায়গা হয়ে গেছে। বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত আলোচনা আর প্রতিটা ধাপ রেকর্ড করা হচ্ছে ক্যামেরায়, সেটি অনুশীলনে বা ম্যাচের দিন।' এরপর তিনি বলেন, 'স্টার স্পোর্টসকে আমার কথা রেকর্ড না করতে বলা হলেও সেটি করা হয়েছে, এরপর সম্প্রচারও করা হয়েছে। এটি গোপনীয়তার লঙ্ঘন।' এমন চলতে থাকলে সামনে আরও গুরুতর পরিস্থিতি তৈরি হবে বলেও মনে করেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে আইপিএলে খেলা রোহিত, 'এক্সক্লুসিভ কনটেন্টের চাহিদা আর শুধু ভিউ ও এনগেজমেন্টের দিকে নজর থাকলে একদিন এটি সমর্থক, ক্রিকেটার ও ক্রিকেটের মধ্যে আস্থার জায়গাটি নষ্ট করে দেবে।'

রোহিত এরপর যোগ করেছেন, 'সবার বোধোদয় হোক।'

এমনিতে রোহিতের দল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের এ মৌসুমটা বেশ গোলমেলে কেটেছে। মৌসুমের শুরুতে রোহিতকে সরিয়ে দলটি নেতৃত্ব দেয় হার্দিক পান্ডিয়াকে, যিনি মুম্বাই ছেড়ে দুই মৌসুম নতুন দল গুজরাট টাইটানসে খেলে আসেন। পান্ডিয়াকে এরপর বিভিন্ন মাঠে দুয়োও শুনতে হয়।

এবার প্রথম দল হিসেবে প্লে অফের দৌড় থেকে ছিটকে পড়ে মুম্বাই। সামনের মৌসুমে রোহিতকে আর দলটির হয়ে খেলতে দেখা যাবে কি না, এমন আলোচনাও উঠেছে।

আইপিএল আগেভাগেই শেষ হয়ে যাওয়াতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দিকে নজর দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন রোহিত। আগামী ১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া টুর্নামেন্টকে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন তিনি, তাঁর সহকারী হিসেবে থাকবেন পান্ডিয়া। স্টার স্পোর্টস আইসিসিরও অফিশিয়াল ব্রডকাস্টার।

৫ জুন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ভারতের বিশ্বকাপ। এর আগে ১ জুন বাংলাদেশের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা আছে রোহিতের দলের।

'বাছা, সবই ঈশ্বরের খেয়াল' দয়ালকে বার্তা রিংকুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহেন্দ্র সিং ধোনি প্রথম বলেই ছক্কা মারার পর যশ দয়ালের নাকি ওই রাতটার কথা মনে পড়ছিল। গত বছরের ৯ এপ্রিল গুজরাট টাইটানসের হয়ে শেষ ওভার করতে এসেছিলেন বাঁহাতি পেসার দয়াল, আহমেদাবাদে লিগ পর্বের ম্যাচটিতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জয়ের জন্য দরকার ছিল ২৯ রান। সে রান ডিফেন্ড করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন দয়াল, ম্যাচের শেষ ৫ বলে ছক্কা মেরে কলকাতাকে অবিশ্বাস্য এক জয় এনে দিয়েছিলেন রিংকু সিং।

এরপর দয়ালকে নিজেই মেসেজ পাঠিয়েছিলেন রিংকু, 'ক্রিকেটে এমন হয়েই থাকে।'

মাঝে দল পরিবর্তন করে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে আসেন দয়াল, গতকাল চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে আবার করতে আসেন শেষ ওভার। জয়-পরাজয় তখন সমীকরণে নেই। প্লে-অফে যেতে চেন্নাইয়ের দরকার ছিল ১৭ রান, এর কম হলে শেষ চারে যাবে বেঙ্গালুরু। এমন সমীকরণ সামনে রেখে প্রথম বলেই ধোনির কাছে ছক্কা খাওয়ার পর দয়ালের তো ওই রাতটার কথা মনে পড়বেই! যাঁরা দুটি ম্যাচই দেখেছেন, হয়তো তাঁদেরও ফিরে আসছিল ওই ৫ ছক্কার স্মৃতি।

ম্যাচ শেষে ২৬ বছর বয়সী দয়াল বলেছেন, 'শেষবার (কলকাতার বিপক্ষে ২০২৩ সালের ম্যাচে) আমার সঙ্গে যা ঘটেছিল, স্নায়ুচাপের ব্যাপার ছিল। প্রথম বলে যখন মার খেলাম, অবচেতন মনে ওই জায়গাতেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। তবে অতীতেও আমি ভালো করেছি, এরপরও ভালো করেছি, ফলে একটা

ভালো বল করার ভাবনাই ঘুরছিল শুধু। স্কোরবোর্ড বা ফলের দিকে তাকাতে চাইনি। শুধু ভালো বল করতে চেয়েছি। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম।'

সে আত্মবিশ্বাসের ছাপ দেখা গেল পরের বলেই। হাতের পেছন থেকে করা স্লোয়ারে নিলেন ধোনির উইকেট। এরপরও ক্রিজে ছিলেন শার্দুল ঠাকুর ও রবীন্দ্র জাদেজা, ৪ বলে ১১ রানের সমীকরণ তাদের পক্ষে মেলানো তেমন কঠিন ছিল না। গত মৌসুমের ফাইনালেই শেষ ২ বলে ১০ রান নিয়ে চেন্নাইকে শিরোপা এনে দিয়েছিলেন জাদেজা। তবে নিজের স্কিলের ওপর ভরসা রেখে দয়াল স্লোয়ার করে গেছেন, শেষ ৪ বলে দিয়েছেন মাত্র ১ রান।

অথচ শেষ ওভারটি নাকি করারই কথা ছিল না তাঁর। তিনি জানিয়েছেন, 'আমার শেষের আগের ওভারটি করার কথা ছিল। হুট করেই ডিকে (দীনেশ কার্তিক) ভাইয়া আর ফাফ একে অন্যের সঙ্গে কথা বলল, এরপর সিদ্ধান্ত এল যে লকি (ফার্গুসন) ১৯তম ওভারটি করবে আর আমি শেষটি। আমি অবশ্য যেকোনো কিছুর জন্যই প্রস্তুত ছিলাম।'

প্রথম আট ম্যাচে মাত্র একটি জেতা বেঙ্গালুরু এ মৌসুমে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দারুণভাবে, গতকালের আগে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে একসময় অসম্ভব মনে হওয়া প্লে-অফকে এনেছিল নাগালে। সব গিয়ে ঠেকেছিল দয়ালের করা ওই শেষ ওভারের ওপর। ধোনির শেষ ওভার দয়ালকে ফিরিয়ে নিয়েছিল আহমেদাবাদের দুঃসহ ওই রাতে।

কিন্তু গতকালের রাতটি ছিল আলাদা। গতকাল যে দয়াল উল্লাসে মাতাবেন ফাফ ডু প্লেসি-বিরাট কোহলিদের, যে উল্লাসে ম্লান হয়ে যাবে ধোনির রূপকথার মতো সম্ভাব্য এক শেষের সম্ভাবনা।

রিংকু যেমন ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দয়ালকে মেনশন করে তাঁর একটা ছবি দিয়ে লিখেছেন, 'বাছা, সবই ঈশ্বরের খেয়াল।'

'অবাধ্য' দুই ক্রিকেটারের উপর নরম হলেন বিন্নী-শাহেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কিছুটা নরম হল দুই 'অবাধ্য' ক্রিকেটার শ্রেয়স আয়ার এবং ঈশান কিশনের প্রতি। ঘরোয়া ক্রিকেটে না খেলার জন্য বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল তাঁদের। এ বার জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (এনসিএ) হাই পারফরম্যান্স মনিটরিং প্রোগ্রামে যুক্ত করা হয়েছে।

গত মরসুমে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেননি ঝাড়খণ্ডের ঈশান। প্রথমে না খেললেও চুক্তি থেকে বাদ পড়ার পর খেলেছিলেন মুম্বইয়ের শ্রেয়স। নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর তাঁদের বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ দিয়ে দেন। তাঁর প্যানেলই আবার

এনসিএ-র হাই পারফরম্যান্স মনিটরিং প্রোগ্রামে যুক্ত করেছে। এই প্রোগ্রামে আগামী মরসুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে যে ৩০ জনের দিকে নজর রাখা হবে বলে ঠিক হয়েছে, সেই তালিকায় রয়েছেন শ্রেয়সেরা।

বোর্ডের এক কর্তা বলেন, ঈশান বা শ্রেয়সের উপর বোর্ডের কোনও রাগ নেই। ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রতি যদি ওদের শ্রদ্ধা দেখায়, নিজ নিজ রাজ্যের হয়ে খেলতে নামে এবং ভাল খেলে তা হলে আবার ভাল খেলা ক্রিকেটারদের রাখা হয়েছে এই ৩০ জনের তালিকায়। তাঁদের নিয়ে এনসিএ ক্যাম্পও করতে পারে। শ্রেয়স, ঈশান, মুশির ছাড়াও রয়েছেন মায়াঙ্ক যাদব, উমরান মালিক, আবেশ খান, কুলদীপ সেন, হর্ষিত রানা, খলিল আহমেদ, তুষার দেশপাণ্ডে, রিয়ান পরাগ, আশুতোষ শর্মা, সাই সুদর্শন, দেবদত্ত পাড়িক্কল, সাই কিশোর, শামস মুলানি, তানুশ কোটিয়ান এবং পৃথ্বী শ-এর মতো ক্রিকেটার।

গত মরসুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে

ধোনির ১১০ মিটার ছক্কাই চেন্নাইয়ের বিদায়ের কারণ, মনে করেন কার্তিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৬ বলে ১৭ রান দরকার;এমন সমীকরণে প্রথম বলেই ছয় হাঁকিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। যেনতেন ছক্কা নয়, বল রীতিমতো গ্যালারির ছাদে। দূরত্বের হিসাবে ১১০ মিটার। ধোনির বিশাল ওই ছক্কায় প্লে,অফে উঠতে প্রয়োজনীয় রান চলে আসে চেন্নাই সুপার কিংসের নাগালের মধ্যে।

তবে কাল রাতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে লক্ষ্যটা পূরণ করতে পারেনি চেন্নাই। ইয়াশ দয়ালের দ্বিতীয় বলে ধোনি আউট হওয়ার পর অন্যরাও বাকি রান তুলতে পারেননি। নির্ধারিত লক্ষ্য থেকে ১০ রান দূরে থাকায় লিগ পর্ব থেকেই বিদায় হয়ে যায় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের, শেষ চারে ওঠে বেঙ্গালুরু।

ম্যাচ শেষে বেঙ্গালুরু অধিনায়কসহ অনেকেই দয়ালের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ফাফ ডু প্লেসি তো নিজের ম্যাচসেরার পুরস্কারটি দয়ালেরই প্রাপ্য বলে মন্তব্য করেছেন। তবে বেঙ্গালুরুরই উইকেটকিপারব্যাটসম্যান দিনেশ কার্তিকের কথায় মনে হতে পারে, দয়ালের দক্ষতা বিশেষ কাজে দেয়নি। কার্তিকের মতে, চেন্নাই শেষ চারে উঠতে পারেনি ধোনির ছক্কার কারণে।

বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে বিরাট

কোহলিরা প্রথমে ব্যাট করে তোলেন ৫ উইকেটে ২১৮ রান। বেঙ্গালুরুর চেয়ে ২ এগিয়ে থাকায় চেন্নাইয়ের জয় জরুরি ছিল না, দরকার ছিল ২০১ রান, যাতে হারলেও রান রেটে এগিয়ে থাকা যায়। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে শেষ দিকে বল ছিল ভেজা, বোলারদের জন্য গ্রিপ করা কঠিন ছিল। ওই অবস্থায় ম্যাচের শেষ ওভারে বল হাতে নেন দয়াল।

তাঁর লো ফুল টস প্রথম বলকেই গ্যালারির ছাদে আছড়ে ফেলেন ধোনি। এরপর কীভাবে ম্যাচের মোড় ঘুরে গেছে, খেলা শেষে ড্রেসিংরুমে সেটিই সতীর্থদের কাছে বিশ্লেষণ করেছেন কার্তিক। টাইমস অব ইন্ডিয়ায় কার্তিকের ড্রেসিংরুমের মন্তব্যকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এভাবে;'ম্যাচে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি ঘটেছে, সেটি হচ্ছে ধোনির ছক্কা মাঠের বাইরে চলে যাওয়া। ফলে আমরা নতুন একটা বল পেয়েছি, যেটা বোলিংয়ের জন্য আগেরটার চেয়ে ভালো (শুকনো)।'

অপেক্ষাকৃত ভালো বল পাওয়ায় দয়ালের বল গ্রিপিংয়ে নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে। আর সেটার ফল তো পরের পাঁচ বলেই দেখা গেছে। দ্বিতীয় বলে স্কয়ার লেগে ক্যাচ দিয়ে আউট ১৩ বলে ২৫ রান করা ধোনি। আর শেষ চার বলে শার্দুল ঠাকুর ও রবীন্দ্র জাদেজারা নিতে পারলেন মাত্র ১ রান। চেন্নাইয়ের নাগালে থাকা প্লে,অফ টিকিটটা হাত ফসকে গেল এভাবেই।

ক্রিকেট খেলায় শুধু চার-ছক্কা হলেই ক্রিকেট জমে না: কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে ইমপ্যাক্ট বদলির নিয়ম পছন্দ নয় রোহিত শর্মার। আবার এই নিয়মকে 'ভালো' বলে অভিহিত করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবি শাস্ত্রী। এবার বিরাট কোহলি বললেন, ইমপ্যাক্ট বদলি নিয়ে তাঁর ভাবনা রোহিতের মতোই। ভারতের তারকা ব্যাটসম্যান টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটসম্যানদের দাপট নিয়েও কথা বলেছেন।

জিও সিনেমায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে কোহলি বলেছেন, চার-ছক্কা হলেই ম্যাচ জমে না। ব্যাটসম্যান ও বোলারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গা থাকলেই ক্রিকেট আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে।

এবারের আইপিএলে প্রচুর রান ওঠার অন্যতম কারণ ইমপ্যাক্ট বদলি, এমনটা বলেছেন দলগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই।

ইমপ্যাক্ট বদলি নিয়মের কারণে দলগুলো কার্যত ১২ জনকে খে লায়। একজন বাড়তি ব্যাটসম্যান আছেন ভরসায় অন্যদের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের সুযোগ বাড়ে। ভারত অধিনায়ক রোহিত বলেছিলেন, ইমপ্যাক্ট বদলির কারণে অলরাউন্ডারদের সুযোগ কমে যাচ্ছে। ১১ জনের খেলায় ১২ জনের মাঠে নামায় বিনোদনের নামে ক্রিকেট থেকে অনেক কিছু চলে যাচ্ছে।

সতীর্থের কথায় সমর্থন জানিয়ে কোহলি বলেন, 'আমি রোহিতের সঙ্গে একমত। খেলার একটা দিক হচ্ছে বিনোদন, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে কোনো সমতা থাকছে না। এ অবস্থায় বোলারদের খারাপ লাগারই কথা। আমি আগে কখনো এমন পরিস্থিতি দেখিনি, যেখানে একজন বোলারকে প্রতিটি বলে চার বা ছয় হজমের কথা ভাবতে হচ্ছে। আমরা উঁচু পর্যায়ের ক্রিকেট খেলছি, সেখানে একপক্ষের দাপট থাকা উচিত নয়। ব্যাট আর বলের সমতার মধ্যে একধরনের সৌন্দর্য আছে। সব দলে

তো আর বুমরা বা রশিদ খান নেই।'

ইমপ্যাক্ট বদলির কারণে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে মেরে খেলার প্রবণতা বেড়েছে বলে মনে করেন কোহলি। এ ক্ষেত্রে নিজেকে উদাহরণ হিসেবেও তুলে ধরেছেন, 'আমি যে পাওয়ারপ্লেতে ২০০ স্ট্রাইক রেটে খেলেছি, এর কারণ দলে বাড়তি একজন ব্যাটসম্যান থাকা। আমি জানি ৮ নম্বরেও ব্যাটিং করার মতো একজন আছে। আমার মতে, এই ব্যাপারটা খেলার সমতায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। শুধু আমি নই, অনেকেই এভাবেই দেখছে ব্যাপারটা।'

বিসিসিআই সচিব জয় শাহ বলেছেন, ইমপ্যাক্ট বদলির নিয়ম আইপিএলে ভবিষ্যতেও থাকবে কি না, সেটা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর পর্যালোচনা করা হবে। এ ক্ষেত্রে সেটা বাদ দেওয়া হবে বলেই মনে করেন কোহলি, 'জয় ভাই এরই মধ্যে নিয়মটা পর্যালোচনার কথা বলেছেন। আমি নিশ্চিত, খে লায় সমতা আনার জন্য তারা একটা উপসংহার টানতে পারবেন। একজন ব্যাটসম্যান হিসেবে নিয়মটা আমি ভালো বলতে পারি। কিন্তু ম্যাচ তো জমজমাট হতে হবে। ক্রিকেটে চার-ছক্কা হলেই ম্যাচ জমে না। ১৬০ রান ডিফেন্ড করতে পারলেও ম্যাচ জমে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**